বরবর্ণিনী।

(উপন্যাস)

"উপেক্ষিতা", "সৎসঙ্গ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

স্নেহময়—ভ্রাতৃবৎসল

মদীয় মধ্যমাগ্রজ

শ্রীযুক্ত শ্যামেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে

"বরবর্ণিনী"

উৎসর্গীকৃত হইল।

ইতি

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

বরবর্ণিনী প্রকাশিত হইল। সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "নাট্য-মন্দিরে" ইহা "বিলাতী রঙ্গিণী" নামে গত বৎসরে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত শ্রাবণ মাসে উক্ত মাসিক পত্রিকায় ইহা সম্পূর্ণ হইবার পর, ইহাকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য রাশি রাশি অনুরোধ পত্র আমাদিগের হস্তগত হয়। ইচ্ছা ছিল, গত পূজার পূর্ব্বেই ইহা প্রকাশিত করি, কিন্তু নানা কারণে সে কার্য্য এতদিন সম্পন্ন করিতে পারি নাই। পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থ কয়েকখানি মনোরম চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইল।

প্রকাশক।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তকাবলী—

উপেক্ষিতা। সেই সর্ব্বজন-প্রশংশিত, দেশবিখ্যাত, ষড় রসাশ্রিত (কোহিনুর, ষ্টার প্রভৃতি) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং ভারতের সর্ব্ব-স্থানে বহু সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটকীয় চিত্র সন্নিবেশিত। সুন্দর মলাট—উৎকৃষ্ট ছাপা—মূল্য ১৲ টাকা।

ভূতের বিয়ে। কোহিনুর থিয়েটারে ও অন্যান্য স্থানে মহা-সমারোহে অভিনীত হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রহসন। আগাগোড়া জমাট হাসি অথচ রুচিপূর্ণ। মূল্য ৶৹ আনা মাত্র।

গুরু ঠাকুর। শিক্ষাদীক্ষাপূর্ণ—হাস্য রসের আধার—সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে—নূতন ধাঁচে গড়া—নাট্যরঙ্গ। ষ্টার থিয়েটারে এবং নানাস্থানে মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে। বঙ্গ রঙ্গ-মঞ্চে যথার্থই ইহা একটী নূতন সামগ্রী। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

সৎসঙ্গ। অত্যদ্ভুত বৈচিত্র্যময় অভূতপূর্ব্ব পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক। কেবল সৎশিক্ষা—হাড়ভাঙ্গা শিক্ষা। কিশোর, যুবক, ছাত্র, কুলস্ত্রী, বাল-বিধবা এবং সংসারী মাত্রেরই ইহা যথেষ্ট শিক্ষণীয় গ্রন্থ। চারিখানি নাটকীয় সুন্দর চিত্র সমন্বিত—উচ্চ-দরের আইভরি ফিনিস্ কাগজে ছাপা—মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ষ্টার থিয়েটারে এবং নানাস্থানে মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে।

বেজায় ঝগড়া। অপূর্ব্ব প্রহেলিকাপূর্ণ একাঙ্ক নাট্যরঙ্গ। ছত্রে ছত্রে হাসি ও তামাসার ফোয়ারা। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এবং নানাস্থানে মহাসমারোহে অভিনীত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

দুনিয়াদর্শন। (যন্ত্রস্থ) "মৃতের আত্মকাহিনী"রূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার! প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠারও অধিক। সুন্দর সুন্দর চিত্রে চিত্রময়। এমনটী আর কখনো পড়েন নাই। বিচিত্র উপন্যাস।

বরবর্ণিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রঙ্গালয় রাত্রে হাসে—দিনে কাঁদে। রাত্রে যেমন সুন্দর শোভা,—দিনে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব,—নিরানন্দ জনশূন্য—উৎকট অন্ধকারময়। রিহার্স্যাল্ অর্থাৎ মহলার সময় আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা ঐরূপই বটে,—তবে গ্যালারির পশ্চাদ্ভাগের জানালাগুলির ভিতর দিয়া সূর্য্যের ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করিয়া রঙ্গালয় কতক পরিমাণে আলোকিত করে। সৌখীন দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান সকল (যথা, বক্স্, ড্রেস্ সার্কেল্ ইত্যাদি) ক্যালিকোর চাদর দিয়া আবৃত। একটী বৃদ্ধা রমণী ঝাড়ুর দ্বারা গত রাত্রের জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে মহাব্যস্ত। কেদারা চৌকীর গায়ে লাগিয়া ঝাড়ুর শব্দে যখন রঙ্গালয় প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল, শান্তিময় প্রকৃতিরাজ্যে বুঝি একটা বিপ্লব উপস্থিত !

অর্‌চেষ্ট্রার একটী ক্ষুদ্র গ্যাসের আলোক সেই দিনের বেলাতেই প্রজ্বলিত করা হইয়াছে; তাহারই নিকটে দাঁড়াইয়া কার্ড্‌ লিখিত স্বর-গ্রাম দেখিয়া ব্যাণ্ড্‌ মাষ্টার খুব ঘাড় বাঁকাইয়া বেহালায় মর্ম্মভেদী সুর আলাপ করিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চের বামদিকের কোণে প্রম্‌টারের স্থানে একটী ছোট টেবিল আছে—তাহার উপর নাটকের পাণ্ডুলিপি, কালি, কলম, কাগজ ইত্যাদি সজ্জিত। টেবিলের সম্মুখে কেদারায় একটী যুবাপুরুষ উপবিষ্ট; নয়নে ঔৎসুক্য,—বদনে চিন্তার রেখা,—কিসের, তাহা অনমুমেয়। ইনিই প্রম্‌টার।

রঙ্গমঞ্চের উপরে অবস্থানুযায়ী বিবিধ পোষাকে সজ্জিত হইয়া স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ উপস্থিত। ইহাঁরাই অভিনেতা ও অভিনেত্রী। ইহাঁরাই রাত্রের "হ্যাম্‌লেট্‌"—"ওফেলিয়া"—"রব্‌ রয়"—"হেলেন ম্যাক্‌-গ্রেগার"। সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ মিঃ বাউয়ার্স্‌ স্থূল খর্ব্বাকৃতি; সর্ব্বদাই ভ্রূ কুঞ্চিত—চক্ষু [illegible]বর্ণ! প্রত্যেক কথা শপথপূর্ণ, কর্কশ কণ্ঠস্বর। তাঁহার ধারণা,—যে রঙ্গমঞ্চে তিনি উপস্থিত নাই—সে রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব কখনই সম্ভব নয়। মিঃ বাউয়ার্স্‌ এক দণ্ডও স্থির নহেন,—কেবল রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিতেছেন ফিরিতেছেন,—যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই মহাকার্য্যে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রে সেনাপতির সৈন্য-পরিদর্শনের ন্যায়—সম্প্রদায়ভুক্ত উপস্থিত অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কাহারও একটা কোন রকম দোষ ধরিতে পারিলেই মিঃ বাউয়ার্স্‌ মহা খুসী;—কারণ, তখুনি সেই হতভাগ্যের অথবা

হতভাগিনীর পাঁচ সিলিং জরিমানা করিয়া তহবিলে জমা করিতে পারিবেন।

ঘড়ী দেখিয়া যথাসময়ে মিঃ বাউয়ার্স্ সকলকে রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। সকলে যবনিকান্তরালে প্রস্থান করিয়া নিজ নিজ ভূমিকা মহলা দিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রম্‌টারের টেবিল হইতে নাটকের পাণ্ডুলিপি খানি হস্তে লইয়া মিঃ বাউয়ার্স্ হাঁকিলেন,—"প্রস্তুত হও! প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য—জুয়াচোরের আড্ডা,—পর্ব্বতগুহা,—আশে পাশে নিবিড় জঙ্গল—" বলিতে না বলিতেই রঙ্গভূমি-সজ্জাকর দৃশ্য সজ্জিত করিয়া দিল।

মিঃ বাউয়ার্স্ বলিলেন,—"মিঃ ষ্টার্‌মার্—তুমি দস্যু-সর্দ্দার—সর্ব্বাগ্রে তোমার বক্তৃতা—"। মিঃ ষ্টার্‌মার্ গোবেচারা, অতি ভালমানুষ;—অধ্যক্ষের আদেশমত দাঁড়াইয়া একঘেয়ে ক্ষীণস্বরে দস্যু-সর্দ্দার রিকাটোর ভূমিকার বক্তৃতা আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন,—"হা হা আমায় চেনো না? আমি সেই রিকাটো,—সেই বল্‌টিক্ সমুদ্রের ভীষণ জীব—যার হস্তে জলে স্থলে কোথাও কাহারও নিস্তার নাই—সেই ধনবানের রক্তপিপাসু সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী রিকাটো,—আজ আবার প্রণয়ের জন্য উন্মত্ত হ'য়েছি! দেখি—আজ তাকে পাই কি না পাই—এই পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেম! ঐ কে আস্‌ছে! কে তুমি? বল, কে তুমি—" কেহই উত্তর দিল না দেখিয়া মিঃ বাউয়ার্স্ একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মিঃ ভিল্লিয়াস্! কোথায় তুমি? রিকাটোর "কে তুমি"র পরেই তোমাকে এসে ব'ল্‌তে হবে তা মনে নেই?"

মিঃ ভিল্লিয়াস্ তখন এক কোণে নিভৃতে একটী নবীনা অভিনেত্রীর

সহিত কথোপকথনে তন্ময় হইয়াছিলেন,—হঠাৎ অধ্যক্ষের গর্জ্জনে তিনি ভীত ও চমকিত হইয়া “হাজির মশাই—” বলিতে বলিতে উপস্থিত হইলেন।

বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া মিঃ বাউয়ার্স্ বলিলেন,—“হাজির মশাই! হাজির মশাই! তুমি তো হাজির ছিলে না মশাই! যে সময় তোমার হাজির থাকা উচিত ছিল মশাই—সে সময় তুমি যে মশাই—যুবতী মেরিয়াসের সঙ্গে কথা কইছিলে মশাই! আমি দেখিনি বটে? আচ্ছা, তোমাদের দুজনেরই পাঁচ সিলিং জরিমানা হ'ল।” এই বলিয়া প্রম্‌টারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“মিঃ স্কিস্—এদের দুজনের ফাইন্ হ'ল—লিখে রাখ।”

মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না;—দ্বিরুক্তি না করিয়াই একেবারে মহলায় যোগদান করিলেন।

মিঃ ষ্টার্‌মার্ আবার বলিলেন,—“ঐ কে আস্‌ছে—কে তুমি? বল—কে তুমি?”

“আমি! ধীবর ফারেণ্ডো!”

“তুমি? হা—হা—হা! কি চাও?”

“প্রতিশোধ।”

“প্রতিশোধ চাও—হা—হা—হা—”

“হাঁ—প্রতিশোধ চাই! আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রেছি—শয়তান—দস্যু! তোকে আমি স্বহস্তে হত্যা কর্ব্ব!”

“দূর হ ক্ষুদ্র শিশু!”

“না—তোমায় বধ না ক'রে যাব না!”

"যাবে না ?—তবে মর !"

মহলার সময় তরবারি কাহারও হস্তে ছিল না—সুতরাং দুই জনে নিজ হস্তস্থিত বেড়াইবার ছড়ির দ্বারা দস্তর মতন লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ভাবে খুবই উৎসাহের সহিত মহলা চলিতে লাগিল। প্রথম দৃশ্য শেষ হইলে পর মিঃ ভিলিয়াস্ বলিলেন,—"যখন এই সামান্য ছড়ি দিয়ে যুদ্ধ ক'রে দু'জনে উত্তেজিত হ'য়ে গিয়েছিলেম,—অভিনয় রাত্রে যখন সত্য সত্য তরবারি নিয়ে লেগে যাব, একেবারে ষ্টেজে আগুন ছুটে যাবে,—কি বল মিঃ ষ্টার্মার্ !"

মিঃ ষ্টার্মার্ সজোরে দুই টিপ নস্য লইয়া বলিলেন,—"তার আর সন্দেহ আছে ? দর্শকেরা হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে উঠ্‌বে !"

যবনিকার অন্তরালে মহলার সময় যেখানে অভিনেতা ও অভিনেত্রী-গণ সমবেত হইয়াছিল,—তথায় একটী সুপুরুষ উজ্জ্বলবেশধারী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। যুবকের মুখ চোখ রক্তবর্ণ,—দেহের অবস্থা যেন তেমন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি দেশের একজন বড় লোক—নাম "ভাইকাউন্ট্ রেক্‌বরর্।" সহরে খুব স্ফূর্ত্তিবাজ—আমুদে—উচ্ছৃঙ্খল—অমিতব্যয়ী বলিয়া বিখ্যাত। ভাউকাউন্ট্ ঈষৎ টলিতে টলিতে আসিয়া অভিনেত্রীগণের এক খানি কেদারায় বসিয়া,—একটী বালিকাকে বলিলেন,—"কি গো মড্! কেমন আছ ?"

বালিকা যেন অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বেশ আছি,—আপনি কেমন আছেন ?"

বরবর্ণিনী।

ভাইকাউণ্ট্ একটু গর্ব্বের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"দিব্যি আরামে আছি, বিশেষতঃ এখন তোমাদের কাছে এসে—"

লজ্জাশীলা মড্ একটু সাহসে ভর করিয়া বলিল,—"তা—কৃপা ক'রে যখন এখানে এসেছেন,—কিছু খরচ করুন—সকলে একটু আনন্দ করি—"

ভা। "খরচ ক'র্ত্তে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। আমি শুধু খরচ কর্ব্বার জন্যই জন্মেছি। কি খাবে বল—"

ম। "বেশী নয়—আধ ডজন পোর্ট্ হ'লেই চ'ল্‌বে।" এই বলিয়া মড্ অন্যান্য বালিকাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আজ সত্য সত্যই আমাদের সুপ্রভাত। দেশের একজন বড় লোকের ছেলে আমাদের জন্য মুক্তহস্ত হ'য়েছেন,—"

মডের কথা শেষ না হইতেই অভিনেত্রীগণ মহানন্দে ভাইকাউণ্টকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সমস্বরে "ধন্যবাদ" প্রদান করিতে লাগিল। ভাইকাউণ্টও তাহাই চান; চতুর্দ্দিকে অপ্সরীর ঝাঁক দেখিয়া তিনি আরও যেন গভীরতর ভাবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন,—এবং কখনো মৃদু, কখনো আধ, কখনো উচ্চ হাসি হাসিয়া তাহাদের সহিত কত রকমের রঙ্গরসের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। একজন ভৃত্য সুরা আনিবার জন্য প্রেরিত হইল।

বাউয়ার্স্ সাহেবের সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত অভিনেত্রীগণই সেখানে ভাইকাউণ্টের সহিত আমোদে যোগদান করিয়াছিল,—কেবল প্রধানা গায়িকা মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোন্ স্বেচ্ছায় সে দিকে আসে নাই। সে তখন যবনিকান্তরালে আর এক স্থানে ভিলিয়ার্সের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। মেরিয়াসকে দেখিলে বেশ স্পষ্টই বোধ হয়,—যে, অন্যান্য

অভিনেত্রীর মতন অসার ও উচ্ছৃঙ্খল আমোদ আহ্লাদে তাহার একেবারেই স্পৃহা নাই।

নেপথ্যে ভাইকাউণ্টের যখন অভিনেত্রীগণের সহিত স্ফূর্ত্তির স্রোত বহিতেছিল, সেই সময় রঙ্গমঞ্চে দস্তুর মতন নাটকের মহলাও চলিতে-ছিল। কিছুক্ষণ পরে নাটকের সমস্ত ভূমিকার বক্তৃতা শেষ হইলে—নৃত্যগীত অভ্যাসের জন্য অভিনেত্রীগণের ডাক হইল। প্রম্‌টার ঘন ঘন বেল্ বাজাইতে লাগিলেন,—অধ্যক্ষও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে রঙ্গমঞ্চ প্রতিধ্বনিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিনেত্রীগণ অগত্যা ভাই-কাউণ্টকে পরিত্যাগ করিয়া মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রঙ্গমঞ্চে যাইয়া উপস্থিত হইল। ভাইকাউণ্ট্ বিষম চটিয়া উঠিলেন এবং মেজাজ ঠাণ্ডা করিবার জন্য একটী পাত্র পূর্ণ করিয়া গলাধঃকরণ করিলেন। এমন সময় মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোন্ ভাইকাউণ্টের পাশ দিয়া সাজঘরে যাইতেছিল। ভাইকাউণ্ট্ সম্মুখে সেই অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে বাহোবা—বেশ চেহারা তো! এস সুন্দরী—কাছে এস,—এক পাত্র টেনে যাও—"

মেরিয়াস্ একটু যেন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনি কি আমাকে কিছু ব'ল্‌ছেন?—"

ভা। "নিশ্চয়ই! তুমি ভিন্ন আর কা'র জন্যে এত আগ্রহ প্রকাশ ক'র্ত্তে পারি? আহা! বড় চটকদার চেহারা খানি তোমার! সমস্ত থিয়েটারের ভিতর এমন মুখ কা'রও নেই। এস—কাছে এস—প্রিয়তমে! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি কাছে থাক্‌লে কি আমি আর কা'রও সঙ্গে বাক্যালাপও ক'র্ত্তুম?"

মেরিয়াস্ ঈষৎ ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"মশাই! আমাকে অমন কথা ব'ল্‌বেন না! আমি ও রকম শুন্‌তে ইচ্ছা করি না। যাদের ও সব ভাল লাগে—তাদের বলুন গে—" এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। মেরিয়াসকে যাইতে দেখিয়া মত্ত ভাইকাউণ্ট্ চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া টলিতে টলিতে দুই হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার মেরিয়াস্ সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি আমায় যেতে দেবেন কি না বলুন?"

"না! কিছুতেই না। তুমি জান আমি কে?"

"জানি—তুমি কি?"

"কি বল দিকি।"

"ছোটলোক—মাতাল।"

ভাইকাউণ্ট্ এই কথা শুনিয়া একেবারে লাফাইয়া মেরিয়াসকে ধরিবার জন্য যেমন তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন—অমনি মেরিয়াস্ তাঁহার নাসিকার উপর সজোরে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সাজঘরে প্রবেশ করিল। প্রহার খাইয়া ভাইকাউণ্ট্ একেবারে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন এবং তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া নিজের নাকে মুখে চাপা দিলেন। রুমাল নাসিকা-নির্গত রক্তে ভাসিয়া গেল। যন্ত্রণায় ভাইকাউণ্ট্ অশ্রাব্য-অবাচ্য ভাষায় মেরিয়াসকে যথেষ্ট গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

মেরিয়াস্ সাজঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে থিয়েটার হইতে প্রস্থান করিল।

"প্রহার খাইয়া ভাইকাউণ্ট চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন।"

[নরবর্ণিনা ৮ পৃষ্ঠা।

Paragon Press

রঙ্গমঞ্চের দ্বার-রক্ষক মেরিয়াসকে বলিল,—"তুমি যাঁকে মার্‌লে তিনি কে জান?"

"না জানিনা।"

"সেকি? ভাইকাউণ্ট্ রেক্‌বরর্—সহরে একজন নামজাদা লোক—বড় লোক—অনেক টাকার মালিক! তুমি তাঁকে চেনো না?"

"আমার চেন্‌বার দরকার নেই।—বড় লোক কিম্বা গরীব লোক, সে সব আমি কিছুই জান্‌তে চাই না; আমাকে অপমান ক'রেছে—তার সঙ্গে আমি যোগ্য ব্যবহারই ক'রেছি।"

এমন সময় সেইখানে তাড়াতাড়ি অধ্যক্ষ বাউয়ার্স্ আসিয়া উপস্থিত হইয়া মেরিয়াসকে বলিলেন, "এঁ্যা—মেরিয়াস্? ক'রেছ কি? কা'কে মেরেছ? ভাইকাউণ্ট্ রেক্‌বরর্‌কে? সর্ব্বনাশ ক'রেছ! আমার থিয়েটারে দাঁড়িয়ে বড়লোককে অপমান? ভাইকাউণ্ট্ আমার একজন বড় দরের পৃষ্ঠপোষক,—প্রত্যেক অভিনয়-রাত্রে আট-দশ খানা বক্সের দাম দেন—একখানা নাটক খোলা হ'লে দুশো পাঁচশো দিয়ে উৎসাহ দেন—তাঁকে তুমি,—একজন তুচ্ছ অভিনেত্রী তুমি—অপমান ক'ল্লে? হায়-হায়-হায়—কি খদ্দেরই মাটী হ'ল! তোমার এত তেজ? গায়িকা ব'লে এত অহঙ্কার? তোমার কত বরাত জোর যে, ভাইকাউণ্ট্ তোমার প্রতি সদয় হ'য়েছিলেন—তা জান? হায়-হায়!—"

মেরিয়াস্ নির্ভীকহৃদয়ে বলিল,—"তা কি করি বলুন? আমাকে অপমান ক'ল্লে আমি কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাকি?"

বাউয়ার্স্ আরও রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"আরে কিসের অপমান? আদর ক'রে বড়লোক ডাক্‌লে—তাতে আর তোমার অপমান কি?

বরবর্ণিনী।

আর যদিই বা অপমান ক'রে থাকেন—তা' ব'লে তুমিও অপমান ক'র্‌বে? উঃ—তুমি তো বড় ভয়ানক স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি। নাঃ—তোমাকে আর থিয়েটারে রাখা চ'ল্‌বে না—তুমি এখুনি এখান থেকে বিদায় হও—যাও—আর কোন কথা বোলো না—দূর হও—"

মেরিয়াস্‌ অশ্রুপূর্ণনয়নে থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রঙ্গিণীকে বিদায় করিয়া বাউয়ার্স্‌ তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠপোষক ভাই-কাউণ্টের পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া প্রথমে ভাইকাউণ্টকে এই কথা জানাইলেন—যে, থিয়েটারের একজন খুব কাজের স্ত্রীলোক হইলেও—তাঁহারই সম্মানের জন্য তাহাকে দূরীভূত করা হইয়াছে। এইবার বাউয়ার্সের প্রতি দয়াময় ভাইকাউণ্ট্‌ তবে প্রসন্ন হউন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঙ্গালয় হইতে বিতাড়িতা হইয়া অভাগিনী মেরিয়াস্ সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কি করিবে—কোথায় যাইবে—কিছুই স্থিরতা নাই। সংসারে আপনার বলিতেও কেহ নাই। ন মাতা—ন পিতা—ন বন্ধু—ন ভ্রাতা! যথার্থই মেরিয়াস্ আজ একা! রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ বাউয়ার্সের আশ্রয়ে এতদিন অবস্থান করিতেছিল, আজ অদৃষ্টদোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইয়াছে। নানা দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র সরল প্রাণটী অধিকার করিয়া বসিল। ভাবিতে ভাবিতে ওয়েষ্ট্-মিনিষ্টার সাঁকোর উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া নিম্নে নদীর কাল জলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। দেখিল, একটানা ভীষণ স্রোত আপন বেগভরে চলিয়া যাইতেছে! তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া সাঁকোর খিলানের গায়ে সজোরে আঘাত করিয়া চূর্ণীকৃত হইতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই চূর্ণীকৃত জলকণারাশি সাঁকোর নিম্নে কতকটা স্থান যেন কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত করিতেছে। মেরিয়াস্ ভাবিল,—"এই নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে—এখনিই তো সকল জ্বালা নির্ব্বাণ হয়! আমার বাঁচিয়া সুখ কি?"

মরণের কথা মনে উদয় হওয়াতেই দুঃখিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি

কাঁপিয়া উঠিল! মনে হইল, আত্মহত্যা মহাপাপ! আত্মহত্যা করিবার জন্যই কি ভগবান্ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন? মরণের সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দুরীভূত করিয়া মেরিয়াস্ তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হইয়া চলিয়া গেল।

আশ্রয়হীনা—সহায়হীনা—উদ্বেগহীনা মেরিয়াস্ পথে কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটী বাড়ীর দ্বারে বসিয়া পড়িল। গণ্ডে হস্ত রাখিয়া হতভাগিনী অনেকক্ষণ কি ভাবিল; ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। মেরিয়াসের সম্মুখ দিয়া কত পথিক চলিয়া গেল,—কেহই তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিল না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে আপনিই থামিয়া গেল। তাহার পর আবার ভাবনা হইল—কি করিব? কাহার কাছে যাইব?

মনি-ব্যাগ্‌টী খুলিয়া দেখিল,—তাহাতে পাঁচটী সিলিং মাত্র সম্বল! মেরিয়াস্ বুঝিল,—যাহা পুঁজি আছে, তাহাতে আপাততঃ দুই চারি দিনের মত একটী ঘর ভাড়া লইয়া—আশ্রয় করিয়া থাকা চলিতে পারে। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় একঘণ্টা বাকি আছে। ইহারই মধ্যে একটা আশ্রয় সন্ধান করিয়া লইতেই হইবে। তাহার পর—রাত্রি প্রভাত হইলে চেষ্টা করিয়া একটা চাকুরির জোগাড় নিশ্চয়ই করা আবশ্যক। ইহা ভিন্ন আর উপায় কি? গর্ব্বিতা মেরিয়াস্ স্থির করিল,—"প্রাণ যায়, সেও ভাল—তথাপি আর বাউয়ার্সের শরণাগত হইব না।"

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মেরিয়াস্ উঠিল এবং আবার সোজা পথ

“ইহাকে ভগ্ন হৃদয়ে মৌরিয়াস করে যেন চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল।”

[বরবর্ণিনী ১৩ পৃষ্ঠা ।

Paragon Press

ধরিয়া বরাবর সেণ্ট গাইল্‌স্‌ অভিমুখে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে যে বাটীতে দেখিল "ঘর ভাড়া পাওয়া যায়" বলিয়া দ্বারে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে—সেই বাটীই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাহার দৈন্যদশা দেখিয়া কোনও গৃহস্বামী তাহাকে ঘর ভাড়া দিতে সম্মত হইল না। কারণ,—সঙ্গে তাহার কোনও জিনিষ পত্রও ছিল না এবং জামিন হইবার লোকও তাহার কেহ নাই। তাহা হইলে কি উপায়?

দেখিতে দেখিতে রাত্রি হইয়া আসিল। বিস্তর বাটীতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও মেরিয়াস্‌ একটী আশ্রয়ের যোগাড় করিতে পারিল না। হতাশে ভগ্নহৃদয়ে মেরিয়াস্‌ ক্রমে যেন চলৎশক্তিরহিতা হইয়া পড়িল। কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এই দুর্দ্দান্ত শীতে কি শেষে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে পথে পড়িয়া থাকিয়া মরিতে হইবে? এইবার মেরিয়াস্‌ সত্য সত্যই পথের উপর বসিয়া পড়িল।

এমন সময় একটী প্রৌঢ়া অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে বাছা—এমন ক'রে পথে ব'সে আছ কেন?"

মেরিয়াস্‌ প্রথমে চমকিতা হইয়াছিল; কিন্তু রমণীর কোমলতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার দিকে নির্ভয় অন্তরে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। মনে মনে আশ্বস্তা হইয়া ভাবিল,—জগদীশ্বর বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন! বুঝি এ অকূলে আজ কূল পাইলাম!

মেরিয়াসকে নিরুত্তর দেখিয়া রমণী আবার বলিল, "তুমি কি বড় ক্লান্ত হ'য়েছ মা? অনেকটা পথ হেঁটেছ বুঝি?"

বরবর্ণিনী।

"হ্যাঁ।"

"এখন কি বাড়ী যাচ্ছ ?"

বাড়ীর কথা শুনিয়া মেরিয়াস্ এইবার কাঁদিয়া ফেলিল,—কোন উত্তর দিল না।

"কেন? কি হ'য়েছে? কাঁদ্‌ছ কেন বাছা? উঠে এস—আমার সঙ্গে একটু নির্জ্জন পথে চল,—তোমার সকল কথা শুন্‌ব? ভয় কি? আমাকে তুমি পর বিবেচনা ক'র না!"—এই বলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক রমণী মেরিয়াসের হাত ধরিয়া উঠাইল—এবং তাহাকে সস্নেহে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে রিচ্‌মণ্ড্ বিল্‌ডিংস্ নামক নির্জ্জন রাস্তায় লইয়া গেল।

রমণী বলিল,—"এখন বল দেখি বাছা—তোমার ব্যাপার কি? কি দুঃখে তুমি পথে ব'সে একলা কাঁদ্‌ছ? আমায় বল—আমি প্রাণ দিয়ে তোমার দুঃখ দূর ক'র্ব্ব। তোমার সুন্দর মুখখানি দেখে—তোমার প্রতি আমার বড়ই মায়া হ'চ্ছে। তোমার দুঃখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। বল,—আমি নিশ্চয়ই তোমার ভাল ক'র্ব্ব"।

"তোমার মঙ্গল হোক্ মা! তোমার স্নেহমাখা কথা শুনে—আমার মৃতদেহে আবার প্রাণ পেলুম!—তুমি মা স্বর্গের দেবী—"

"যাক্-যাক্ ও কথা যাক্! তোমার দুঃখের কথা বল! তোমার উপকার কর্ব্বার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হ'য়েছে!" এই বলিয়া রমণী বার বার মেরিয়াসের মুখচুম্বন করিয়া আদর করিতে লাগিল। মেরিয়াস্ সান্ত্বনা পাইয়া—আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আত্মকাহিনী অকপটে রমণীর গোচরীভূত করিল। কিন্তু কাহারও নাম প্রকাশ করিল না।

কেবল এই কথাটী বলিল—যে, এ সংসারে তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা-ভগ্নী আত্মীয় স্বজন কেহই নাই অথবা আশ্রয় করিয়া থাকিবার একখানি জীর্ণ পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত নাই।

মেরিয়াসের কাহিনী শ্রবণ করিয়া রমণী কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে বলিল,—"দেখ বাছা—আমিও গরীব! আমার তেমন সঙ্গতি কিছুই নাই যে তোমাকে সুখে রাখ্‌তে পারি। তবে তোমাকে যখন প্রাণের সহিত ভালবেসেছি—তখন তোমাকে কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌ব না। আমি সোহো স্কোয়ারে থাকি,—তোমার যদি ইচ্ছে হয়—তুমি সচ্ছন্দে আমার বাড়ীতে গিয়া থাক্‌বে চল। যতদিন না তোমার কোনও কাযকর্ম্মের সুবিধে হয়, ততদিন নির্ভয়ে আমার কাছে বাস কোরো। তোমার কোনও কষ্ট হবে না। যদি যেতে ইচ্ছে হয় তা'হ'লে আমার সঙ্গে চল; অনর্থক এ পথে দাঁড়িয়ে ফল কি মা?"

ব্যাকুল ভাবে মেরিয়াস্ বলিল,—"হ্যাঁ মা—আমি তোমারি সঙ্গে যাব—চল এখনি চল"। বাস্তবিক তখন সে এত অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে একবারও ভাবিবার বা বিচার করিবার অবসর ছিল না যে, অপরিচিতার গৃহে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য কি না! তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মেরিয়াস্ তৎক্ষণাৎ রমণীর সহিত প্রস্থান করিল।

হায়! মেরিয়াস্ জানিত না যে কি ভয়ঙ্করী বিষধরীর গহ্বরে সে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে! যথার্থই তাহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ-ভোগ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই প্রৌঢ়া রমণীর সমভিব্যাহারে মেরিয়াস্ সোহো স্কোয়ারের একটী ক্ষুদ্র গলিতে প্রবেশ করিয়া এক বৃহৎ সুন্দর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রমণী সেই অট্টালিকার রুদ্ধ দ্বারে দুইবার আঘাত করিতেই একজন দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। রমণী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েরা সকলে ভিতরে আছে ?"

"হাঁ সকলেই আছে"—বলিয়া দাসী মেরিয়াসের দিকে লক্ষ্য করিল। রমণী মেরিয়াসকে পূর্ব্ববৎ সস্নেহে বলিল, "ভিতরে চল বাছা, তোমাকে আমার মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিই"—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে রমণী মেরিয়াসকে লইয়া একটী সুন্দর কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে একটী টেবিলের চারিদিকে বসিয়া চারিজন সুন্দরী যুবতী তাস খেলিতেছিল। তাহাদের দেখিলেই বোধ হয় যেন তাস খেলাতে তাহারা অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিতেছিল। সকলেরই মুখে হাসি মাখানো ; তাস খেলিতে খেলিতে যে কত রকম হাব ভাব করিতেছিল—তাহা না দেখিলে স্পষ্ট বুঝান যায় না। যুবতীগণ খুব সুন্দরী বটে—কিন্তু তাহাদের পরস্পরের চেহারা মিলাইয়া দেখিলে কোনও মতে অনুমান করা যায় না যে, তাহারা সহোদরা ভগ্নী।

যুবতীগণকে সম্বোধন করিয়া রমণী বলিল, "দেখ, তোমাদের এক

জন নূতন সঙ্গিনী এসেছে ; বাছা আমার বড় দুঃখিনী—সংসারে আপনার ব'ল্‌তে কেহই নাই। তোমরা এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর, একে খাতির যত্ন কর,—যাতে একটু প্রাণে আনন্দ পায় তার জন্যে বিশেষ রকম চেষ্টা কর।" যুবতীগণ এক বাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল,—"নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব, তা আমাদের ব'লে দিতে হবে কেন ?" এই বলিয়া যেন কত আপনার লোকের মতন সকলে মেরিয়াসের হাত ধরিয়া সমাদরে আপনাদের কাছে একখানি কেদারায় বসাইল।

প্রৌঢ়া রমণীর নাম ম্যাডাম্ রোসিনী। মেরিয়াসকে বিমর্ষ দেখিয়া রোসিনী বলিল,—"বাছা! আর অমন মুখভার ক'রে র'য়েছ কেন ? একটু আনন্দ কর—ফূর্ত্তি কর। তোমার এমন চেহারা—এমন বয়স, তোমার ভাবনা কি ? দেশে এত বড় লোক থাক্‌তে তোমার মতন সুন্দরী রূপসী নবীনা যুবতীর কি কোনও কষ্ট থাক্‌বে ?"

কথাগুলি মেরিয়াসের তত ভাল লাগিল না। সে বলিল, "আপনি কি ব'ল্‌ছেন ? আমি আপনার কথা কিছু বুঝ্‌তে পারি না !" যুবতীগণ মেরিয়াসের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া গা-টেপাটিপি করিতে লাগিল।

মেরিয়াসের এই প্রকার সরল নির্দ্দোষ আচরণে একটু যেন বিরক্ত হইয়া রোসিনী বলিল,"হ্যাঁ—হ্যাঁ, এখন কেন—দু' চার দিন বাদেই সব বুঝ্‌তে পার্ব্বে ! আমাকে তোমার শত্রু মনে ক'র না ! আমি প্রাণ দিয়ে তোমার যাতে ভাল হয়—তারই যোগাড় ক'র্ব্ব। সে সমস্ত বিষয় তোমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

মেরিয়াস্ বলিল—"না মা, আর আমার কোনও ভাবনা নাই !

ভাগ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, তাইতে এ দুঃখিনীর প্রাণ রক্ষা হ'ল—"

"সে সব কথায় আবশ্যক নেই! আমি নয়,—ভগবানই তোমায় রক্ষা ক'রেছেন—ভগবান্ তোমার ভাল ক'র্ব্বেন। তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি যা বলি তাই যদি শোন, সেই মত যদি কার্য্য কর, তা'হ'লে তোমার পরম মঙ্গল হবে।"

"মা! যতদিন আমি এখানে থাক্‌ব—ততদিন আমি কাজ ক'র্ব্ব। আমাকে একটা কিছু কাজে নিযুক্ত কর। তুমি আমাকে যথেষ্ট দয়া ক'রেছ, কিন্তু আমি অলস হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে চাই না। আমাকে যে কাজ ক'র্ত্তে ব'ল্‌বে, আমি সেই কাজই ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি।"

রোসিনী মেরিয়াসের কথায় বড় সন্তুষ্ট হইল এবং স্বহস্তে তাহার সোণালি কেশরাশি বাহার করিয়া বিন্যাস করিয়া দিল,—তোয়ালের দ্বারা সেই প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর মুখখানি অতি যত্নসহকারে মুছাইয়া দিয়া বলিল,—"তুমি এইখানে থাক, তোমাকে কেউ বিরক্ত ক'র্‌বে না। আমি একটা বিশেষ দরকারী কাজে এখনি একবার বেরিয়ে যাব;—তুমি আমার এই সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে খেলা কর—গল্প কর—আমোদ কর! তুমি ছেলেমানুষ—তোমার ফুলের মতন কোমল দেহ,—তুমি কি কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বে? তোমার জন্যে অন্য কিছু ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হবে। কাল আমার একজন ভাই এখানে আস্‌বেন,—তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে তোমার যাহোক্ একটা উপায় ক'র্ব্ব!"

"আপনার ভাই? সহোদর?"

"না,—সহোদর নয়,—আমার মামার ছেলে,—আমার ভাই হ'ন

না? আহা! সে বড় ভাল লোক,—তার অনেক পয়সা—অনেক নাম। দেশের ভিতর সে একজন মাতব্বর লোক;—চেহারাও যেমন,—বিষয়-বুদ্ধিও তেমনি! তোমাকে দেখ্‌লেই সে ভারি খুসী হবে। তোমার যাহোক্ একটা উপায় সে ক'রে দেবেই দেবে।"

মেরিয়াস্ রোসিনীর কথায় কোনও আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া বলিল,—"না মা,—আমার বিষয় অপর কাকেও ব'লে কাজ নেই—আর কারও সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দরকার নেই। আমাকে যে রকম হয়—তুমি একটা কিছু কাজ দাও! আমি তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার কাজের পরিচয় পাওনি—তাই বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে, আমি কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্ব কি না! আমি খুব ভাল কাজ ক'র্ত্তে পারি—আমি খুব পরিশ্রম ক'র্ত্তে পারি!"

মেরিয়াসের কথায় বাধা দিয়া চতুরা রোসিনী বলিয়া উঠিল,—"চুপ কর্ পাগ্‌লী—বোকামেয়ে! কি ছেলেমানুষের মতন বোক্‌ছিস্! আমি তোমায় বারবার ব'ল্‌ছি যে, তোমার নিজের বিষয় কিছু ভাব্‌তে হবে না;—তোমার সমস্ত ভার আমার উপর দিয়ে, তুমি নিশ্চিন্ত হও! আমি তবে এখন যাই, আর দেরী ক'র্ত্তে পারি না—"

এই বলিয়া রোসিনী গৃহ হইতে চলিয়া গেল। রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া মেরিয়াস্ বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সেই যুবতীগণের মধ্যে একজন মেরিয়াসকে একটা পৃথক ঘর দেখাইয়া দিয়া—তথায় রাত্রি যাপন করিতে বলিল।

পরদিন প্রভাতে মেরিয়াস্ গাত্রোত্থান করিলে রোসিনী তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন বাছা,—রাত্রে বেশ নিদ্রা হ'য়েছিল?"

"হ্যা মা—খুব নিদ্রা হ'য়েছিল।"

"বেশ। আমি চা-বিস্কুট পাঠিয়ে দিচ্ছি—খেয়ে সুস্থ হও। তার পর আমার সজ্জা-ঘরে এস—" বলিয়া রোসিনী চলিয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে আবার তাহার সহিত মেরিয়াসের সাক্ষাৎ হইল। রোসিনী বলিল,—"এস আমার সঙ্গে। তোমাকে ভাল ভাল পোষাক প'রিয়ে দিই। তোমার এমন সুন্দর চেহারায় কি ঐ পোষাক মানায়?"

মেরিয়াস্ তাহাতে অনেক আপত্তি করিতে লাগিল;—রোসিনীকে বুঝাইল,—"আমার এখন যে অবস্থা তাতে এই পোষাকই আমার অঙ্গের উপযুক্ত। অবস্থাহীনা—পরাশ্রয়বাসিনী—ভিখারিণীর কি পরের নিকট হ'তে সৌখীন পোষাক নিয়ে পরিধান করা উচিত? যদি কখনো নিজে উপার্জ্জন ক'র্ত্তে সক্ষম হই—তবে আবার ভাল পোষাক অঙ্গে প'র্‌ব।" কিন্তু রোসিনী তাহার সে কথায় কর্ণপাত করিল না;—তাহাকে জোর করিয়া সজ্জাগৃহে লইয়া গেল এবং গত রাত্রের সেই যুবতীগণের মধ্যে মিস্ ওয়ারেণ্ নাম্নী একজনকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিল। মিস্ ওয়ারেণ্ বাছিয়া বাছিয়া একটী বহুমূল্য সুন্দর পোষাক বাহির করিয়া মেরিয়াসকে পরিধান করিতে বলিল। মেরিয়াস্ কিছুতেই সে পোষাক প'রিতে স্বীকৃতা হইল না। রোসিনী বলিল, "আচ্ছা—এখন থাক্। সন্ধ্যার সময় এ পোষাকে খুব ভাল রকম মানাবে—সেই সময় পরিলেই চলিবে।"

যত বেলা বাড়িতে লাগিল,—সূর্য্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল,—কি জানি কেন মেরিয়াসের ততই ভয় হইতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইলে সকলের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া মেরিয়াস্ সজ্জা-গৃহে আসিয়া রোসিনীর কথামত সুন্দর পোষাক প'রিতে বাধ্য হইল। যুবতীগণ অতি যত্নে তাহাকে রং-পাউডার ইত্যাদির দ্বারায় সাজাইতে আরম্ভ করিল এবং রোসিনী কতকগুলি মূল্যবান্ গহনা আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। মেরিয়াস্ ভয়ে—বিস্ময়ে—ভাবনায় যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল ;—অভাগিনীর মুখে কোনও কথা বাহির হইল না। মেরিয়াসের মনে হইতে লাগিল, যেন সে কোন এক ভীষণ কারাগারে বন্দিনী হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে—একটু সাহসে ভর করিয়া মেরিয়াস্ রোসিনীকে বলিল,—"মা ! কেন আপনারা আমাকে জোর ক'রে এ সমস্ত পোষাক-গহনা পরাচ্ছেন ? আমার এ সমস্ত আদৌ ভাল লাগছে না ! আমি আপনাদের পায়ে ধ'রে মিনতি ক'চ্ছি—আমাকে অপর কারও সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌তে ব'ল্‌বেন না—"

"আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বে না ? মিঃ স্মিথের সঙ্গে আলাপ ক'র্ত্তে চাও না ?"

"না—আমি কারও সঙ্গে আলাপ ক'র্ব্ব না। আমি বড় দুঃখিনী —আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাহি না ;—কেবল দয়া ক'রে আমাকে একটু আশ্রয় দিন—আর আমাকে উপার্জ্জন ক'র্ত্তে অনুমতি দিন !"

"কি তুমি নির্ব্বোধের মত ব'ল্‌ছ ? তুমি নিজে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—তোমার কি অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা ! এই চেহারাতে—তোমার অদৃষ্টে খুব ধনবান্ স্বামী লাভ হবে—তা জান ?"

বরবর্ণিনী।

মেরিয়াস্ শিহরিয়া উঠিল, রোসিনীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভয়াকুলচিত্তে বলিল,—"না—না—না—আমার আবশ্যক নেই—"

রোসিনী এবার একটু ধমক দিয়া বলিল—"চুপ্ কর! তোমার ও পাগ্‌লামি শুন্‌তে চাই না। সকল মেয়েদেরই একই রকম ঢং! যা কাজ ব'ল্‌বো—প্রথম প্রথম তাতেই ব'ল্‌বে—'না—না—না—!' কিন্তু তারপর সবই শোনে—সবই করে। তুমি যদি বার বার এই রকম ছেলেমানুষি কর—আমি বড় রাগ ক'র্ব্ব!"

রোসিনী এমন ভাবে মুখ এবং কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া মেরিয়াসকে কথাগুলি বলিল যে, হতভাগিনী আর তাহার মুখের উপর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। স্থির হইয়া সাজসজ্জা সমাপন করিল। রোসিনী বেশ ভাল জানিত, কাহাকে কি রকম সাজাইলে—সুন্দরী দেখায়—সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। মেরিয়াসের সাজসজ্জা হইলে—তাহার চিবুক ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া আদর করিয়া বলিল—"মরি-মরি—দেখ দিকি—কি চেহারাই খুলেছে! এমন অপ্সরী দেখে—দুনিয়ার সবাই পাগল হ'য়ে যাবে না? আ বোকা মেয়ে! তোমাকে যদি আমি হতশ্রদ্ধা অযত্ন ক'রে একপাশে ফেলে রাখি, লোকে আমাকে কি ব'ল্‌বে বল দেখি?"

মেরিয়াস্ মুখ নত করিয়া রহিল; রোসিনীর কথা যেন তাহার অন্তরে বিষবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিল। অভাগিনী আর একটী কথারও উত্তর দিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০*০:—

ম্যাডাম্ রোসিনী ইতিমধ্যে গোপনে মিঃ স্মিথকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল এবং গোপনে তাহার প্রত্যুত্তরও পাইয়াছিল। ঠিক রাত্রি দশটার সময় একটী সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে আলোকাদি প্রজ্বলিত করিয়া এবং নানা প্রকার সুখসেব্য আহার্য্য দ্রব্যাদি রাখিয়া—রোসিনী মেরিয়াসকে একখানি পালঙ্কে উপবেশন করাইল। মেরিয়াস্ কলের পুত্তলিকার ন্যায় রোসিনীর আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ফটকে একখানি বড় জুড়ী গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী আসার শব্দ শুনিয়া রোসিনী মেরিয়াসকে স্নেহসূচকস্বরে বলিল,—"ঐ আমার ভাই এসেছেন। বাছা মেরিয়াস্! আজ তোমার সঙ্গে একজন বড় লোক—ভদ্রলোক—বিদ্বান্ লোকের আলাপ ক'রিয়ে দেবো—যার দ্বারায় তোমার খুব ভাল হবে!"

"মা!! আমার আর কে কি ভাল ক'র্ব্বে? আপনি যা ক'রেছেন তাই আমার খুব ভাল—"

"চুপ্ কর—চুপ্ কর! ঐ তিনি এসেছেন।"

রোসিনীর কথা শেষ হইবামাত্রই মিঃ স্মিথ্ মিস্ ওয়ারেণ্ নাম্নী যুবতীর সহিত সেই কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রোসিনী তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার হাত

ধরিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক একখানি পালঙ্কে উপবেশন করাইল।

মিঃ স্মিথ্ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব খবর ভাল?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি একেবারে তাঁহার দৃষ্টি লজ্জাবনতমুখী সঙ্কুচিতা মেরিয়াসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিঃ স্মিথের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কেশে ও গুম্ফে কলপ মাখানো বলিয়া মনে হয়। দেহ-যষ্টি প্রশস্তে কিঞ্চিৎ ন্যূন। পোষাক পরিচ্ছদ মূল্যবান্ হইলেও তেমন জাঁকজমকবিশিষ্ট নয়। হস্তে হীরকাঙ্গুরীয়ের খুব চাকচিক্য।

ম্যাডাম্ রোসিনী মেরিয়াসের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া মিঃ স্মিথকে বলিল,—"ভাই স্মিথ্! ঐ যুবতীর নাম মেরিয়াস্—যার কথা তোমাকে ব'লেছিলেম।"

মিঃ স্মিথ্ হাসিয়া বলিলেন,—"বটে! বটে! বড় সুখী হ'লেম—বড় আনন্দিত হ'লেম! কি নাম ব'ল্লে?" বলিয়া একবারমাত্র রোসিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মিঃ স্মিথ্ তাঁহার কোটরপ্রবিষ্ট নয়নযুগলের লোলুপদৃষ্টি পুনরায় ভুবনমোহিনী মেরিয়াসের লাবণ্য-ঢলঢল সৌন্দর্য্যজ্যোতির্ম্ময় যুবতীদেহের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

"মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোন্! বড় শান্ত মেয়ে—" বলিয়া রোসিনী মেরিয়াসের নিকট গিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

"বেশ—বেশ—বড় খুসী হ'য়েছি! চেহারা দেখে প্রাণে বড় আরাম পাচ্ছি। তা—অতদূরে ব'সেছেন কেন? তা,—আমিই না হয় ওঁর কাছে গিয়ে ব'স্ছি,—তাতেই বা কি ক্ষতি?" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ্

মেরিয়াসের পালঙ্কে তাহার পাশে গিয়া বসিলেন। মেরিয়াস্ আরও সঙ্কুচিতা হইয়া একটু সরিয়া বসিল। মিঃ স্মিথ্ বলিলেন,—"তা'হ'লে এস—সকলে মিলে একত্রে আহারাদি ক'রে একটু আনন্দ করা যাক্। দেখ্‌ছিতো—রোসিনী খুবই উদ্যোগ আয়োজন ক'রেছে। বাঃ—বাঃ—বড় আনন্দ—বড় মজা হবে কিন্তু! আঃ—আমি আজ সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছি।"

মিঃ স্মিথের কথামত রোসিনী, মেরিয়াস্ ও স্মিথকে লইয়া একত্রে আহার করিতে বসিলেন। রোসিনী খুব তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। মেরিয়াস্ লজ্জায় এবং ভয়ে কিছুই খাইল না এবং মিঃ স্মিথ্ সামান্য কিছু আস্বাদন করিয়া প্রাণ ভরিয়া খুব মদ্যপান করিয়া লইলেন।

এমন সময় মিস্ ওয়ারেণ্ সেই কক্ষে আসিয়া রোসিনীকে বলিল,—"মা! তোমাকে একবার বাহিরে আস্‌তে হবে—একটী ভদ্রলোক বিশেষ কার্য্যের জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন।"

ম্যাডাম্ রোসিনী যেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আঃ এত রাত্রে আবার কে ডাকে? কি জ্বালা গা! তা যাই একবার, দেখে আসি। তা ভাই স্মিথ্! আমাকে মাপ্ কর—আমি মিনিট কতকের জন্যে একবার বাহিরে যাই—এক্ষুণি আবার আস্‌ছি!"

মিঃ স্মিথ্ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "তা কি হ'য়েছে? যাওনা, কাজ আছে তোমার—তোমাকে আমি বাধা দোবো কেন? আগে কাজ, তারপর আমোদ! তুমি যাও যাও, এক্ষুণি যাও—"

রোসিনী যেমন বাহিরে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল, তাহার

সঙ্গে সঙ্গে মেরিয়াসও কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া রোসিনী হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া কেদারায় বসাইল। বলিল,—"তুমি কোথা যাবে বাছা? তুমি মিঃ স্মিথের কাছে ব'সে ওঁকে তোমার সমস্ত কাহিনী ব'লতে আরম্ভ কর। উনি তোমার কাছে তোমার মুখে সমস্ত সঠিক শুনে—তবেতো তার ব্যবস্থা ক'র্ব্বেন! বোসো বোসো—তুমি বোসো।"

"না না—আমি বাহিরে যাব—" বলিয়া মেরিয়াস্ রোসিনীর প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু রোসিনীর ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষে নির্ম্মলহৃদয়া সরলা বালিকা বিশেষ ভীতা হইয়া পুনরায় নিজ স্থানে বসিতে অগত্যা বাধ্য হইল। পরমুহূর্ত্তেই রোসিনী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই মেরিয়াস্ দেখিল, সেই কক্ষমধ্যে মিঃ স্মিথ্ আর সে ভিন্ন অন্য কেহই নাই।

মিঃ স্মিথ্ এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া সহাস্যবদনে মেরিয়াস্ এবং রোসিনীর ব্যাপার দেখিতেছিলেন। রোসিনী বিদায় হইলে পর, তিনি একপাত্র সুরা ঢালিয়া নিজে গলাধঃকরণ করিলেন এবং আর এক পাত্র মেরিয়াসের জন্য ঢালিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে! তুমি কি চাও আমাকে ব'লবে না? বল, বল—তোমার সুধামাখা কথা শুনতে আমি বড় ভালবাসি। আহা—তোমার কি চমৎকার মুখখানি! দেখে আমি একেবারে ম'রে গেছি! রোসিনী খুব বাহাদুর মেয়ে-মানুষ, খুঁজে খুঁজে তোমাকে খুব বা'র ক'রেছে—হ্যাঁ! তা তা তোমার কি বলবার আছে বল। আমার মনে হ'চ্ছে, রোসিনী যেন ব'লছিল, তোমার বাপ মা আছে—"

"না মশাই, এ সংসারে ম্যাডাম্ রোসিনী ভিন্ন আমার আর কেউ আপনার লোক নেই!"

"কেন—আমি আছি! আমি তোমার খুব আপনার—খুব প্রাণের লোক আছি। তা ব'ল্‌ছিলুম কি—তোমার এমন দশা কেন হ'ল? বোধ হয় কিছু প্রেমের ব্যাপার—"

স্মিথের কথায় বাধা দিয়া ভ্রূকুটি করিয়া মেরিয়াস্ বলিল,—"কি ব'ল্‌ছেন?"

"ব'ল্‌ছি কি—যে, বোধ হয় কিছু প্রণয়ঘটিত ব্যাপার হ'য়েছিল—কি বল?"

"আমি আপনার কথা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না মশাই!"

"আর বোঝাবুঝির আবশ্যক কি? ও সব পরের কথায় এখন আর আমারই বা প্রয়োজন কি—তোমারই বা লাভ কি? এখন তোমার আমার প্রেমের পালা! তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় খুব ভালবাসি! হা হা হা কি বল! ভালবাস্‌বে না? কেন—আমি তো মন্দ লোক নই! তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব—তুমি যা ব'ল্‌বে তাই ক'রবো! নাও—এস, কাছে এস—একটু পান কর—" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ্ কেদারায় বসিয়াই সুরাপানে মত্তাবস্থায় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন।

মেরিয়াসের স্থিরদৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত ছিল। অসহায়া রমণী তখন মনে মনে কেবল ভাবিতেছিল,—"কি উপায়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাই!—এ উন্মত্তের নিকট একাকিনী অবস্থান করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয়।" কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ্যে স্মিথকে বলিল,

বরবর্ণিনী।

"যদি কিছু মনে না করেন, তা'হ'লে আমি একবার ম্যাডাম্ রোসিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি—" বলিয়াই মেরিয়াস্ কেদারা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না না না—তা হবে না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না" বলিয়া মিঃ স্মিথও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেদারা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। "তোমার যাবার কোনও দরকার নেই। আমি রোসিনীর সঙ্গে সকল বিষয় বন্দোবস্ত ক'রে নোবো। আমি যা ব'ল্‌বো, সে তাতেই রাজী হবে,—তার কিছুতেই আপত্তি থাক্‌তে পারে না। তোমায় তার সঙ্গে কোনও পরামর্শ ক'র্‌তে হবে না। সে সব পরামর্শ বহুকাল স্থির হ'য়ে গেছে—বুঝ্‌লে?"

"কি স্থির হ'য়ে গেছে মশাই?" মেরিয়াস্ সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিল। স্মিথের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, তিনি দস্তুরমত মাতাল হইয়াছেন, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া অভাগিনীর হৃদয় শুকাইয়া গেল। "কি স্থির হ'য়ে গেছে তা তুমি জান না? জান না? এই এই—তা তুমি সবই জান—কেমন!" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ্ বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। মেরিয়াস্ বলিল, "ঈশ্বরের শপথ ব'ল্‌ছি মশাই—আমি কিছুই জানি না, আমাকে মাপ করুন—"

"মাপ কি? হা হা হা হা! আমিও ঈশ্বরের শপথ ব'ল্‌ছি, আমি এমন মনমজানো চেহারা কথনো দেখিনি সুন্দরি! আহা—যেন টাট্‌কা ফোটা শিশিরে ধোয়া একটী প্রাণমাতানো গোলাপ ফুল! প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী—তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি;

তোমার জন্যে আমি একেবারে ম'র্ত্তে বসেছি। তুমি হুকুম ক'ল্লে আমি লাফিয়ে গিয়ে আকাশের চাঁদটাকে পর্য্যন্ত ধ'রে এনে তোমাকে দিতে পারি। আ মরি মরি—কি মিষ্টি কথা! দেখ প্রিয়তমে! আমি জীবনে কখনো কাকেও ভালবাসিনি—কিম্বা ভালবাসবো না! এই যা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—" এই বলিয়া মেরিয়াসকে ধরিবার জন্য তাহার দিকে মিঃ স্মিথ্ টলিতে টলিতে অগ্রসর হইলেন। মেরিয়াস্ তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। মিঃ স্মিথ্ কক্ষের দ্বার এবং মেরিয়াসের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিলেন।

মেরিয়াস্ বলিল,—"না না—দোহাই ব'ল্‌ছি—আমাকে অভয় দিন। কেন আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার ক'চ্ছেন? আপনি ভদ্রলোক—"

"শুধু ভদ্রলোক? আমি বড়লোক—মস্ত লোক! এর চেয়েও আমি লক্ষগুণে বড় লোক হলেও তোমার গোলামের গোলামেরও যোগ্য নই। প্রাণেশ্বরি! তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে—হ'তেই হবে—" এই বলিয়া মিঃ স্মিথ্ একেবারে মেরিয়াসের কাছে গিয়া তাহার কোমল হস্তখানি ধারণ করিলেন। জালনিবদ্ধা বিহঙ্গিনী অবলা মেরিয়াস্ তখন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওগো আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর—"

"আঃ—কি কর! জানালা খোলা র'য়েছে—রাস্তার ধারে চেঁচাও কেন? এ তোমার বড় নষ্টামি—ছিঃ! এখুনি রাস্তার লোক জন জান্‌তে পা'র্‌বে—"

তবুও মেরিয়াস্ চীৎকার করিতে লাগিল,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর—"

চীৎকার শুনিয়া ম্যাডাম্ রোসিনী কক্ষের ভিতর তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া মেরিয়াসের হাত ধরিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক জানালার নিকট হইতে সরাইয়া দিল এবং জানালাটী নিজে বন্ধ করিল। রোসিনী বলিল,—"তুমি কি পাগল হ'য়েছো বাছা? এ রকম চেঁচামিচি ক'র্‌লে আমার বাড়ীর একটা কলঙ্ক হবে তা জান?"

রোসিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাতে মেরিয়াস্ কতকটা আশ্বস্তা হইয়া বলিল, "আঃ—বাঁচলুম মা—তুমি এসেছ? এ লোক কেমন তা কি তুমি আগে জান্‌তে না মা? এঁর স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ—"

"চুপ্, চুপ্" বলিয়া রোসিনী মেরিয়াসকে ও সকল কথা কহিতে নিষেধ করিল। কিন্তু মেরিয়াস্ নিষেধ মানিল না; সে বলিতে লাগিল,—"অতি ভয়ানক প্রকৃতির লোক; আমি প্রথমে দেখেই একটু সন্দেহ ক'রেছিলেম। এখন বুঝ্‌ছি—এঁর সঙ্গে কথা কওয়া, এঁর কথায় কর্ণপাত করা—এঁর মুখদর্শন করা পর্য্যন্ত মহাপাপ! হাঁ মা! তুমি কি এই জন্যে আমাকে তোমার বাটীতে আশ্রয় দিয়েছিলে? এই জন্যে কি আমাকে মেয়ের মতন যত্ন ক'রেছিলে? এমন আদর যত্ন আশ্রয়ের চেয়ে পথের গাছতলা যে সহস্রগুণে ভাল! আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে বেড়াব,—অনাহারে পথে ম'রে প'ড়ে থাক্‌ব,—শৃগাল কুকুরের সঙ্গে একত্রে আহার ক'র্ব্ব,—এক বস্ত্রে সারা জীবন কাটাব,—সেও বরং মঙ্গল, তবু এ পাপস্থানে আর কখনো থাক্‌ব না। জগদীশ্বর দুঃখিনীকে রক্ষা ক'র্ব্বেন। পৃথিবীতে কি সত্য সত্যই কেউ ভাল লোক নেই, যিনি ধর্ম্মপথে আমাকে দয়া ক'র্ত্তে পারেন?"

মেরিয়াসের কথা শুনিয়া উন্মত্ত স্মিথ্ তাহার পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার পায়ে এনে দিচ্ছি —সুন্দরি, আমার প্রতি নিদয় হোয়ো না!"

অতি ঘৃণাভরে মেরিয়াস্ বলিল,—"আমি আপনাকে যেমন আন্তরিক ঘৃণা করি, আপনার ঐশ্বর্য্য ধন রত্নকেও সেইরূপ ঘৃণা করি জান্‌বেন।"

ম্যাডাম্ রোসিনী বিষম ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"চুপ্ কর ব'ল্‌ছি মেরিয়াস্! বড় বাড়াবাড়ি ক'চ্ছো দেখ্‌ছি!" পরে অতি সমাদরে মিঃ স্মিথকে হাতে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া কেদারায় উপবেশন করাইয়া বলিল, "ভাই স্মিথ্! কিছু মনে কোরো না—উঠে ভাল হ'য়ে বোসো। একেবারে তুমি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছ! প্রথম দিন কি অতদুর ভাল? একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে—ছেলেমানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে—মিষ্টি কথা ক'য়ে—আদর যত্ন ক'রে—তবে না আপনার ক'রে নিতে হয়!"

মিঃ স্মিথ্ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ— আমার একটু দোষ হ'য়ে গিয়েছিল বটে! তা বটে—তা বটে— বালিকা বই ত নয়—"

এমন সময় মিস্ ওয়ারেণ্ আসিয়া তাড়াতাড়ি রোসিনীকে বলিল— "মা! কে একটী ভদ্রলোক এসে মিস্ মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোনকে খুঁজ্‌ছে।"

মেরিয়াস্ বলিল, "আমাকে?"

রোসিনী বলিল, "না না—তোমাকে না!"

মিঃ স্মিথ্ বলিলেন, "যাও—তাকে তাড়িয়ে দাও।"

"তাড়িয়ে দেবো কি?" মিস্ ওয়ারেণ্ বলিল, "সে বলে যে, নিশ্চয়ই সে মেরিয়াসের সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বে! দেখা না ক'রে কিছুতেই এ বাড়ী থেকে যাবে না। সে আরও ব'ল্লে—মেরিয়াস্ জান্‌লা থেকে তাকে ডেকেছে—মেরিয়াসের সঙ্গে তার খুব জানা শুনো আছে—"

এই সময় নীচের তলায় খুব একটা গোলমাল উঠিল। মিস্ ওয়ারেণ্ তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের একটা গুপ্ত দ্বার খুলিয়া ফেলিল এবং রোসিনী মেরিয়াসকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। ওয়ারেণও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভিতরে গিয়া রোসিনী অর্দ্ধ-অচৈতন্যা অভাগিনী মেরিয়াসকে একটা বেঞ্চিতে বলপূর্ব্বক শয়ন করাইয়া দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বলিল, "বাঁধ্ বেটীকে—বেশ ক'রে এই বেঞ্চিতে বেঁধে রাখ্। বেটীর এইবার বদ্‌মাইসির দৌড় দেখে নিচ্ছি!" এই বলিতে বলিতে প্রথমে একখানি রুমাল দিয়া মেরিয়াসের মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং আর একখানা রুমালের দ্বারা তাহার হাত দুটা পশ্চাদ্ভাগে বাঁধিয়া তাহাকে নড়নচড়ন রহিত করিয়া দিল। বন্ধন-কার্য্য শেষ হইলে বলিতে লাগিল, "এইবার কেমন জব্দ? এখন চেঁচাও, ছুটে বেরিয়ে যাও—" এই বলিয়া সেই কোমল গণ্ডে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হতভাগিনীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল। মেরিয়াসকে তদবস্থায় রাখিয়া রোসিনী ওয়ারেণকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং পুনরায় সেই সজ্জিত কক্ষে মিঃ স্মিথের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ স্মিথ্ তখন জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং এক মনে কত কি চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ কক্ষদ্বার উন্মুক্ত
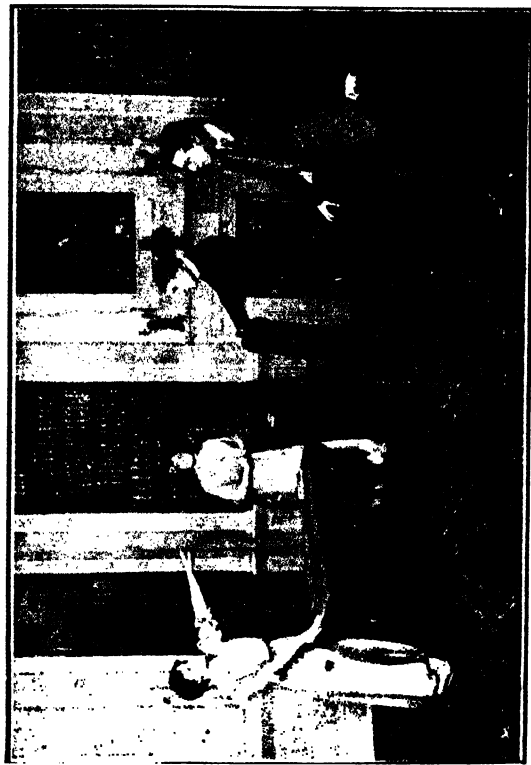
রোশিনী বলিল,—"কে আপনি যে, হঠাৎ একটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে না ব'লে ক'য়ে একেবারে জোর ক'রে প্রবেশ করেন ?"

[বরবর্ণিনী ৩৩ পৃষ্ঠা ।

করিয়া, রয়েল্ ভিক্টোরিয়া থিয়েটারের অভিনেতা জর্জ্জ্ ভিলিয়াস্´ তাঁহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ভিলিয়াস্´ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই নম্রভাবে বলিলেন—"আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্বেন। অনুমতি না নিয়ে এখানে প্রবেশ ক'রেছি। এই ঘরের জানালায় কে একটা যুবতী চীৎকার ক'র্লেন না? তাঁর কণ্ঠস্বর আমার খুব পরিচিত, আর আমি যেন চকিতে তাঁকে লক্ষ্য ক'রেছি। যুবতীটীকে আমি চিনি;—আমি নীচে থেকে তাঁকে দেখ্লুম—আর তাঁর কথা শুনে বুঝ্লুম যে, তিনি যেন সাহায্যের জন্ম কা'কে ডাক্ছিলেন। আমি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চাই।"

স্মিথ্ বিষম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি জানেন মশাই যে, এ ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করাটা আপনার দস্তুর মতন অন্যায় কাজ হ'য়েছে? এ রকম অনধিকার প্রবেশ করা কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না!"

রোসিনী বলিল, "আপনি কি এমন মাতব্বর লোক—কে আপনি যে, হঠাৎ একটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে না ব'লে ক'য়ে একেবারে জোর ক'রে প্রবেশ করেন?"

"আমি কে তা জেনে আপনাদের কোনও লাভ নেই। আমি রাস্তা থেকে শুন্লুম, একজন রমণী সাহায্যের জন্যে চীৎকার ক'চ্ছে;—আমি মনে ক'র্লুম বুঝি কেউ কোন বিপদে প'ড়ে থাক্বে;—তাই তাকে সাহায্য ক'র্বার জন্যে নিজের ইচ্ছায় এসেছি।"

ম্যাডাম্ রোসিনী বলিল,—"ওয়ারেণ্! একটা পাহারাওয়ালা ডাক্তো!"

বরবর্ণিনী।

ওয়ারেণ্ বলিল,—"দেখ মা! ভদ্রলোকের বিশেষ কোনও দোষ নাই, উনি ভুল বুঝে এখানে এসে প'ড়েছেন। ওঁকে ওঁর ভুলটা বুঝিয়ে দিলেই—উনি নিজেই দোষ স্বীকার ক'রে মার্জ্জনা চেয়ে চ'লে যাবেন।"

এই বলিয়া জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্সের দিকে চাহিয়া মিস্ ওয়ারেণ্ বলিতে লাগিল,—"মশাই! আপনি রমণীকণ্ঠে সাহায্যের জন্য চীৎকার শুনেছিলেন সত্য বটে,—কিন্তু যে স্ত্রীলোককে আপনার পরিচিত মনে ক'রে আপনি এখানে এসে খুঁজ্ছেন, সে স্ত্রীলোক এখানে নেই। আমিই সেই স্ত্রীলোক—যে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ব'লে চীৎকার ক'চ্ছিল। আমরা তিনজনে খেলা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আনন্দে মত্ত হ'য়েছিলেম। আমার এই ভাই—আমার হাত থেকে খেলার ছলে একটা আংটী খুলে নিয়েছিলেন—সেটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে আমি ঐ রকম চীৎকার ক'র্ছিলুম। এখন বুঝ্লেন—এর সঙ্গে আপনার কোনও সংস্রব নেই!"

জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"সে কি? তুমি চীৎকার ক'র্ছিলে?"

"তবে কি আমি মিথ্যে কথা ব'ল্ছি? এই দেখুন আমার ভায়ের হাতে এখনও ঐ আংটী র'য়েছে,—ওটি আমার আংটী—উনি কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে প'রেছেন—"

মিঃ স্মিথ্ গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"এ তো বড় বিপদের কথা যে, নিজের বাড়ীতে—নিজের ঘরে ব'সে আমোদ ক'র্ত্তে পাব না! আমরা আমোদ ক'র্ব্ব—আর রাস্তার লোকে ছুটে এসে আমাদের আমোদে বাধা দেবে?"

জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্ সত্য সত্যই অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন,—"মশাই! আমার অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে; আমি আপনাদের সকলের কাছে মার্জ্জনা চাইছি। কিছু মনে ক'র্ব্বেন না। এই আমার কার্ড্ দিচ্চি—এতে আমার পরিচয় পাবেন। আমি বিদায় হই—আমার প্রতি রাগ ক'র্ব্বেন না।" এই বলিয়া রোসিনীর হাতে একখানি কার্ড্ দিয়া জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্ বিদায় হইলেন।

"মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্—" কার্ডে লেখা। রোসিনী তাঁহার নাম পড়িয়া বলিল,—"কে এ লোকটা! দেখে বোধ হয় একজন অভি-নেতা। যাক্—আপদটা চ'লে গেছে। ওয়ারেণ্ খুব বুদ্ধি খরচ ক'রেছে বটে! তা ব'ল্‌ছিলুম কি মিঃ স্মিথ্! তুমি তাড়াতাড়ি ক'রে সব গোলমাল ক'রে ফেলেছ! আমি তোমাকে গোড়ায় বার বার ব'লে-ছিলুম যে, স্ত্রীলোকটী এখনও নতুন!"

মিঃ স্মিথ্ অন্য কোন কথা না বলিয়া ম্যাডাম্ রোসিনীকে একপার্শ্বে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"সুন্দরীকে আমার নিশ্চয়ই চাই! যত টাকা লাগে—আমি ওর জন্য খরচ ক'র্ব্ব। আমি সর্ব্বস্বান্ত হই, তাতেও গ্রাহ্য করি না—কিন্তু ওকে আমার চাই! বুঝ্‌লে? আমি এখন চল্লুম!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•*•:—

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া মেরিয়াস্ দেখিল যে, সে একটী বিছানায় শায়িতা রহিয়াছে—পার্শ্বে রোসিনী উপবেশন করিয়া তাহার মুখে চোখে জল দিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

"এখন একটু সুস্থ হ'য়েছ কি বাছা?" রোসিনী স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ—মা—ভাল আছি। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে কি অপরাধ ক'রেছি যে, আপনারা আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'চ্ছেন?"

"নিষ্ঠুর ব্যবহার? বোকা মেয়ে! আমি যদি এ রকম না ক'র্ত্তেম—তোমাকে যদি আমরা না চুপ করাতেম, তা'হ'লে আমাদের সকলের কি সর্ব্বনাশ হ'ত—তা' জান কি? বেশ যা হোক্! স্নেহ ভালবাসার খুব তুমি প্রতিদান দিলে বটে! রাস্তার লোকের কাছে তোমার উপকারী—প্রাণদাত্রীকে অপমান ক'রে, অপ্রস্তুত ক'রে খুবই কাজ ক'রে যা'হোক্!"

"তোমার পায়ে পড়ি মা—আমাকে বিদায় দাও—আমাকে এ বাড়ী থেকে যেতে দাও! আর আমি এখানে থাক্‌ব না।"

"আচ্ছা—কেন বল দিকি? তোমার এখানে কি কষ্ট—কি অভাব হ'চ্ছে? তুমি যা চাইছ—তাই পাচ্ছ। ব'ল্‌তে হয় না—চাইতে হয় না,—পোষাক দিচ্ছি—খেতে দিচ্ছি—টাকা কড়ি দিচ্ছি—

"সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া অবিনাশ দেখিল যে, সে একটি বিছানায় শায়িত রহিয়াছে।"

[নরবর্ণিনী ৩৬ পৃষ্ঠা।

তোমাকে রাজরাণী ক'রে আদরে রেখেছি,—তবু তোমার মন পাচ্ছি না? আর তুমি কি চাও—বল! এত সুখ ঐশ্বর্য্য পেয়েও তবু তুমি সুখী হ'চ্ছ না? তা হবে কেন? সুখভোগের একটা বরাৎ চাই কিনা! তোমার অদৃষ্টে বিধাতা রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে নিরাশ্রয়ে ভিখারিণীর মতন ঘুরে বেড়ানো লিখেছেন, কাজেই তোমার এত সুখ সহ্য হ'চ্ছে না!"

"মা! আমি জন্ম জন্ম পথে পথে ঘুরে বেড়াই—অনাহারে ম'রে প'ড়ে থাকি—দুর্দ্দশার ভীষণ পেষণে দেহপাত হোক্—সে আমার লক্ষগুণে ভাল! কিন্তু এমন হীন সংসর্গে—জঘন্য উপায়ে—পৈশাচিক ব্যবসায়ে সুখ ঐশ্বর্য্যলাভ ক'র্ত্তে চাই না। ধর্ম্মপথে—নিষ্পাপ শরীরে গাছের পাতা খেয়েও জীবনধারণ ক'রে স্বর্গের সুখশান্তি অনুভব ক'র্ত্তে পারা যায়, কিন্তু এমন মহাপাপ ক'রে—মহাপাপীর হৃদয় নিয়ে দুনিয়ার আধিপত্যলাভ ক'ল্লেও নরকযন্ত্রণার অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা।"

"দেখ বাছা! ছোট মুখে বড় বড় কথা সাজে না! তুমি বড্ড বেশী ফাজিল হ'য়েছ দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ সমস্ত রঙ্গমঞ্চের গুণ। নাটক অভিনয় ক'রে এই সমস্ত বাচালতা শিখেছ—বটে? তোমার ও সমস্ত বক্তৃতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'র্ব্বার সময় শোনাবে ভাল—বুঝেছ? আমি তোমার চেয়ে সংসারের ঢের বেশী জানি শুনি;—ঘরে শুয়ে শুয়ে আমাকে ও সমস্ত উপদেশ বাক্য বোলো না ব'ল্‌ছি। তুমি যেটাকে "ধর্ম্ম—ধর্ম্ম" ব'ল্‌ছ,—সেটা তোমার আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়! খালি পেটে—ছেঁড়া পোষাকে কেবল "ধর্ম্ম—ধর্ম্ম" ক'ল্লে—জীবন রক্ষা হয় না, সেটা যেন মনে থাকে বাছা!"

"আমার জীবনের চেয়ে ধর্ম্মই বেশী মূল্যবান্ ব'লে আমি মনে করি। জগদীশ্বরের কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—আমার প্রাণ যাক্—কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা হোক্! আমায় গালি দাও, তিরস্কার কর, আমায় মার, কিন্তু দোহাই মা,—আমাকে এখান থেকে চ'লে যেতে দাও!"

"বটে? চ'লে যেতে দোবো বইকি! কি রসের কথাই ব'ল্লে গো! মিঃ স্মিথ্ আজ আবার এখানে আস্‌বেন; শোনো বলি,—এবার অমন ছেলেমানুষি কোরো না। তিনি যা বলেন শুনো,—তোমার খুব ভাল হবে।

"না—আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্ব্ব না।" মেরিয়াস্ খুব জোর করিয়া কথাগুলি বলিল। রোসিনী চক্ষু লাল করিয়া মেরিয়াস্‌কে ধমক দিয়া বলিল, "তোমার ঘাড় যে সে দেখা ক'র্ব্বে! তুমি কি মনে ক'রেছ,—একরত্তি মেয়ে—তুমি আমাকে তেজ দেখিয়ে নরম ক'র্ব্বে? আমাকে ভয় পাওয়াবে? তোমার মতন কত শত শক্ত মেয়েকে এখানে এনে আমি পোষ মানিয়েছি—বশ ক'রিছি,—তুমি তো অতি তুচ্ছ!"

রোসিনীর ধমকে মেরিয়াস্ এবার ভয় না পাইয়া বরং খুব উত্তেজিতা হইল এবং সবলে শয্যাত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, —"তোমার সাধ্য কি পিশাচিনি! তুমি আমাকে ধ'রে রাখ! তোমার মতন মহাপাপিনীকে আমি হেয় জ্ঞান করি,—আমি ভয় করি না। তুমি আমার কি ক'র্ব্বে?"

রোসিনী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল,—"হা-হা-হা—বড় আস্ফালন দেখ্‌ছি যে! বা লো ময়না! লোহার পিঁজরেতে বদ্ধ হ'য়ে—খুব তো জোর দেখাচ্ছিস্! মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে কিনা—তাই এই সব বুদ্ধি হ'চ্ছে!

আচ্ছা—থাক এইখেনে আটক। বেশ ক'রে মনে মনে বিবেচনা কর। যা বল্লুম—তোমারি ভালোর জন্যে কিনা—সেটা ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সে ব'সে বোঝো দিকি! আমি এখন এখান থেকে চ'লে যাই! যদি ভাল চাও—আর গণ্ডগোল না ক'রে—যা বলি তাই কর! সব দিকেই দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল!" এই বলিয়া রোসিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বহির্দ্দিক হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মেরিয়াস্ সেই গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিল।

আহা! অভাগিনীর কি যন্ত্রণা! বিধাতা তাহার অদৃষ্টে না জানি কত কষ্টই লিখিয়াছেন! একটার পর একটা—তাহার পর আর একটা,—এইরূপে দিন দিন নূতন যন্ত্রণা তাহাকে উৎপীড়িত করিতেছে! যাহা হোক্—এক্ষণে উপায় কি? এই পাপস্থান তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে! কিন্তু কি উপায়ে? ভাবিতে ভাবিতে মেরিয়াস্ হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া একবার দ্বারের নিকট গমন করিল,—দেখিল, বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে! শুধু তাহাই নয়—রীতিমত তালাচাবি আঁটিয়া রাখিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে। দ্বারে হতাশ হইয়া মেরিয়াস্ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। তখন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে মেদিনী হাসিতেছিল,—মৃদুমন্দ পবন-সংস্পর্শে বৃক্ষপল্লব এবং মুকুলিত ও অর্দ্ধমুকুলিত পুষ্পরাজি সে স্নিগ্ধ কিরণস্নাত হইয়া আপন মনে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছিল। মেরিয়াস্ দেখিল যে সে দ্বিতলকক্ষে আবদ্ধা রহিয়াছে। দ্বিতলের উচ্চতা নিম্নতল হইতে প্রায় পঞ্চবিংশ হস্তেরও অধিক। মেরিয়াস্ ভাবিল—এই জানালা ভিন্ন পলায়নের আর দ্বিতীয় পথ নাই। যদি

আত্মরক্ষা করিতে হয়—তাহা হইলে এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ।

এই স্থির করিয়া মেরিয়াস্ মনে মনে একটা মতলব আঁটিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি অধিক না হইলে,—সকলে নিদ্রামগ্ন না হইলে,—চতুর্দ্দিক্ নীরব নিথর না হইলে, কোনও কার্য্যের সুবিধা হইবে না। অতএব আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করা আবশ্যক। তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া চাদর এবং কম্বলের সাহায্যে জানালা হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিতে হইবে। মেরিয়াসের এই বিষয়ে—এইরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে কোনরূপ ভয় হইতে পারে না;—কারণ, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে কোনও নাটকে অপ্সরী কিম্বা কোনও দেবকন্যার অংশ অভিনয় করিতে গিয়া তাহাকে এইরূপ অবস্থায় শূন্যমার্গ হইতে ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতে হইত। যথাসময়ে মেরিয়াস্ বিছানা হইতে চাদর এবং কম্বল তুলিয়া লইল। তাহার নিকট কাঁচি ছিল; তাহার সাহায্যে সেই চাদর কম্বলকে ফালি করিয়া কাটিল এবং সেগুলিকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া একটা লম্বা দড়ী প্রস্তুত করিল। তাহার পর সেই দড়ীর একধার একটা লোহের সিন্দুকের চারিদিকে খুব দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল এবং অপর ধার জানালার ভিতর দিয়া নিম্নে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া মেরিয়াস্ একবার ভাল করিয়া পথের চারিদিক্ দেখিয়া লইয়া সেই দড়ী ধরিয়া ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিল। ধন্য জগদীশ্বর! মেরিয়াস্ নির্ব্বিঘ্নে শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০*০:—

মেরিয়াস্ প্রাণপণে দ্রুত চলিতে লাগিল। কিছুদূরে আসিয়া তাহার ভাবনা হইল,—কোথায় যাই—কোথায় গিয়া আশ্রয় পাই! সেই রাত্রের ঘটনায়—মেরিয়াস্ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল! দেহে যেন কিছুমাত্র শক্তি নাই—পা যেন আর চলে না। কিন্তু তবু অভাগিনী প্রাণের দায়ে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শেষে একটী বৃহৎ পার্কের ধারে আসিয়া পড়িল। ভাবিল,—এই সাধারণের বিশ্রামস্থল বৃহৎ পার্কের একটী বেদীতে শুইয়া রাত্রিযাপন করি।

বাস্তবিক ইহা ভিন্ন আর উপায় কি? মেরিয়াস্ দেখিল, আশ্রয়হীন —অনাথ—দীন দরিদ্র শত শত ব্যক্তি এই উন্মুক্ত উদ্যানে—নিরুপায় হইয়া আশ্রয় লইয়াছে! মেরিয়াস্ ভাবিল,—ইহাদেরও যেরূপ অবস্থা—আমারও তো সেইরূপ। তবে আর ইতস্ততঃ কিসের জন্য?

এই ভাবিয়া পার্কে প্রবেশ করিয়া একটা খালি বেদীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু হায়—এত বড় পার্কে—এত বেদীর মধ্যে একটাও তো খালি আছে বলিয়া মনে হইল না। সমস্তগুলিই তো হতভাগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারায় অধিকৃত! মেরিয়াস্ ভাবিল,—"সংসারে দরিদ্রের সংখ্যাই কি সকলের অপেক্ষা অধিক? এমন সহরে কি তবে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি নাই? ইহারাই কি তবে দেশের বড়লোক? যতক্ষণ

হাতে অর্থ থাকে—ততক্ষণ বড়মানুষি করে এবং অর্থ শেষ হইলে এই অবস্থায় পার্কে আসিয়া রাত্রে শয়ন করিয়া গত সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়?”

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে মেরিয়াস্ একটী বেদী দেখিতে পাইল—যাহাতে কেবলমাত্র একজন শয়ন করিয়া আছে! মেরিয়াস্ তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল। দেখিল—স্ত্রীলোক! একখানি ছিন্ন শালে অভাগিনী যথাসম্ভব আপাদমস্তক আবৃত করিয়াছে। মেরিয়াস্ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও স্ত্রীলোকটীকে চিনিতে পারিল না। যাহা হোক্—তাহাকে কোনও রকমে বিরক্ত না করিয়া মেরিয়াস্ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে সেই বেদীতে বসিল—এবং কিছুক্ষণ পরেই শ্রমাধিক্যবশতঃ অবসন্ন হইয়া সেইখানে যেন ঢলিয়া পড়িল। যেমন শয়ন—সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় নিদ্রা। এমন অবস্থাতেও মেরিয়াস্ স্বপ্নের হাত হইতে নিস্তার পাইল না। কিন্তু সে সকল স্বপ্ন অসংলগ্ন, অর্থহীন —অথচ বিভীষিকাময়!

মেরিয়াস্ শুনিল—কে যেন তাহাকে বলিতেছে,—“তুমি এখানে এ অবস্থায় শুয়ে কেন?” চক্ষু চাহিয়া দেখিল—একজন পাহারাওয়ালা কঠিন হস্তে তাহার স্কন্ধদেশ নাড়িয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। “যাও—এখান থেকে বেরিয়ে চ’লে যাও!” এই বলিয়া সেই পাহারাওয়ালা মেরিয়াসকে জোর করিয়া দাঁড় করাইল। মেরিয়াস্ একটী কথাও বলিতে পারিল না—বলিবার শক্তিও ছিল না। হতভাগিনী ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। যাইতে যাইতে একবার পশ্চাৎ ভাগে ফিরিয়া দেখিল—পাহারাওয়ালা তাহারই পার্শ্বশায়িত সেই রমণীর গাত্রাবরণ ছিন্ন করিয়া ‘জোর করিয়া তাহার

নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে। অভাগিনী চমকিতা হইয়া উঠিয়া বসিয়া—পাহারাওয়ালার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

রমণীর মুখ দেখিয়া—মেরিয়াস্ সেই স্থানে একটু দাঁড়াইল। আপাদমস্তক শালে আবৃত থাকায় মেরিয়াস্ তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। এইবার তাহাকে দেখিয়া যেন পরিচিতা মনে হইল। মেরিয়াস্ পুনরায় সেই বেদীর নিকট ফিরিয়া গিয়া রমণীকে সম্বোধন করিয়া এবং মহানন্দে তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"এ কি? ফানি? তুমি এখানে?"

"এঁ্যা—মেরিয়াস্? তুমি?" রমণী বিস্ময়ে মেরিয়াসের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আশ্চর্য্য সংঘটন! দুই জনেই দুই জনের পরিচিতা,—দুই জনেই পাশাপাশি কতক্ষণ একত্রে শয়ন করিয়াছিল,—কিন্তু কেহই কাহাকে চিনিতে পারে নাই।

ফানি মেরিয়াসের প্রাণের সঙ্গিনী। দুই জনে একত্রে এক রঙ্গমঞ্চে কতকাল অভিনয় করিয়াছে! সুন্দর চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া একত্রে সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দের সম্মুখে কতরাত্রি নৃত্যগীত করিয়াছে! তাহাদের দুই জনের সাজসজ্জা রূপগুণ দেখিয়া মহানন্দে সমগ্র দর্শকবৃন্দ করতালি দিয়া—তাহাদের কত প্রশংসা করিয়াছে! কিন্তু হায়—আজ তাহাদের এ কি অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন! অভিনেতা অভিনেত্রীর কি সকলেরই এই পরিণাম?

পাহারাওয়ালা তাহাদের ভাব দেখিয়া বলিল, "তোমরা দুজনেই দুজনকে চেনো দেখ্‌ছি! বাঃ—দিব্যি জোড়াটী মিলেছ! বাঃ—ভারি

চমৎকার! তা—আর এখানে তো থাকা তোমাদের চ'ল্‌বে না—এই বার দুজনে স'রে পড়—নয়তো থানায় নিয়ে যাই চল!" পাহারাওয়ালার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া মেরিয়াস্ এবং ফানি উভয়েই তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং কিছু দূরে গিয়া মেরিয়াস্ জিজ্ঞাসা করিল, "ফানি! তুমি এখানে কেন?"

ফানি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—"আমিও ভাই তোমাকে ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে যাচ্ছিলুম! ভাল—আমার কথাই না হয় আগে বলি,—শোন। থিয়েটার ছেড়ে আমি সেণ্ট্ মার্টিনের গলিতে,—ফ্রেড্ ব্লেক্ নামে একজন (ফটোগ্রাফার) চেহারা-চিত্রকরের কাছে গিয়ে রইলুম। অবশ্য কাযটা আমার খুব অন্যায় বটে! কিন্তু কি করি ভাই? থিয়েটার ক'রে—এত কষ্ট ক'রে—রাত জেগে—এ রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে টাকা রোজগারের চেয়ে আমি এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা ক'ল্লুম। ফ্রেড্ আমাকে পেয়ে যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পেলে। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি—সে আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাস্‌তো—আমিও তাকে খুব ভালবাস্‌তুম। দুজনে খুব সুখে ছিলুম। খুব বড়মানুষি চালে চ'ল্‌তুম। ক্রমে টাকার বড় টানাটানি হ'ল;—এত অভাব হ'তে লাগ্‌ল যে ফ্রেড্ অগত্যা একদিন দশহাজার টাকার নোট জাল ক'রে ফেল্লে। কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়্‌লো। আজ প্রায় এক মাস হ'ল বেচারীর দশ বৎসর জেল হ'য়েছে! এখন তাকে হারিয়ে আমি এই অবস্থায় প'ড়েছি—"

এই বলিয়া ফানি খুব কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিল,—"আর এখন মিছে কেঁদেই বা কি ক'র্ব্ব? এখন বুঝ্‌ছি—কোন

রকমে দিন ক'টা হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে হবে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই উচিত! ফ্রেড্ জেলে যাবার পর দেখ্‌লুম—আমার আর কোনও উপায় নেই! অনাহারে তো ম'র্ত্তে পারি না। থিয়েটারে ভর্ত্তি হ'তে গেলুম—কিন্তু কোনও দল আমাকে নিতে চাইলে না। সকলেই ব'ল্লে—তাদের এখন অভিনেত্রী যথেষ্টই আছে—আর দরকার নেই। কাযেই—অর্থ উপায়ের সোজা পথ অবলম্বন ক'ল্লুম। কি করি—পেটের দায়ে লোকে সবই করে—"এই বলিয়া আবার ফানি খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল। মেরিয়াস্ বলিল,—"দোহাই ফানি—তুমি অমন বিকট হাসি হেসো না—আমার ভয় করে।"

ফানি বলিল,—"তুমি দেখ্‌ছি এখনও সেই রকম ছেলেমানুষটী আছ। তা যাক্—এখন তোমার ব্যাপার কি বল দেখি।" অল্প কথায় মেরিয়াস্ ফানির নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিল। শেষে বলিল,—"এখন আমি কি করি বল দেখি?"

"কি ক'র্ব্বে? আচ্ছা—তোমার কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে?"

মেরিয়াস্ বলিল,—"আছে। খুব অল্প সল্প।"

ফানি জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকা—তবু শুনি।"

"পাঁচ ছয় টাকা।"

"এ্যাঁ—বল কি? তোমার কাছে পাঁচ ছয় টাকা র'য়েছে—আর তুমি এই পার্কে শুয়েছিলে?" অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফানি এই কথাগুলি বলিল।

"তা কি করি বল? আমি একা—সহায়হীনা—অবলা। কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাব—কার কাছে গিয়ে দাঁড়াই বল?"

বরবর্ণিনী।

"তুমি যথার্থই অতি ছেলেমানুষ! এখনও সংসারের কিছুই শেখনি দেখ্‌ছি। আচ্ছা—আমার সঙ্গে চল। আমি তোমায় ঐ পাঁচ টাকা থেকে তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়ে দেবো।"

"তুমি আমাকে যা ব'ল্‌বে আমি তাই ক'র্ব্ব—আমি তোমার ছোট বোন্‌—তোমার দাসী! আমার আর কেউ নেই—আমাকে তুমি রক্ষা কর।"

"দেখ মেরিয়াস্‌—তোমার কাছে তবে সত্য কথা বলি শোন! আমি যে ভাবে এখন জীবন যাপন ক'চ্ছি,—বাস্তবিক তাতে আমার বড় ঘৃণা হ'য়েছে। আর আমার সে কাযে প্রবৃত্তি নেই। যদি আমার কোন রকম সৎ উপায়ে টাকা রোজগারের পন্থা হয়, তা'হ'লে আমি এখুনি এ পাপ কায ছেড়ে তাই করি। তুমি খুব ভাল ছুঁচের কায জান, আমিও কিছু কম জানি না। তোমার হাতে যে টাকা আছে, তাতে দুজনে একটা বাসা ভাড়া ক'রে নিতে পার্ব্ব। চল,—এখন একটা ঘর খোঁজা যাক্‌,—তারপর দুজনে চেষ্টা ক'রে পোষাক তৈরি কর্ব্বার কাযকর্ম্মের জোগাড় ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'র্ব্ব। আমাদের হাতে যা সামান্য টাকা আছে, তা নিয়ে ব্যবসা করা খুবই অসম্ভব বটে। কিন্তু খুব বুঝে চ'ল্লে—টেনে চ'ল্লে—বোধ হয়, কায চালা'তে পা'র্ব্ব। এখন এস—তার বন্দোবস্ত করা যাক্‌।"

এই স্থির করিয়া—উৎসাহপূর্ণ অন্তরে বালিকাদ্বয় ষ্ট্র্যাণ্ড্‌ রাস্তার দিকে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিবস চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মেরিয়াস্ এবং ফানি অবশেষে হাফ্‌টন্ ষ্ট্রীটে একখানি ঘর ভাড়া করিল। ঘরের ভাড়া প্রতি সপ্তাহে সাড়ে সাত পেন্‌স্ এবং আড়াই সিলিং সর্ব্বাগ্রে গৃহ-স্বামীর নিকট জমা রাখিয়া তবে তাহারা প্রবেশ করিতে পাইল। সুতরাং মেরিয়াসের যাহা পুঁজি ছিল—তাহা হইতে একেবারে আড়াই শিলিং খরচ হইয়া গেল। কিন্তু উপায় কি? মাথা গুঁজিয়া একস্থানে থাকিতে হইবে তো? বক্রী যাহা কিছু ছিল, তাহা আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে নিঃশেষ হইয়া গেল। অনাহারে তো প্রাণ রক্ষা হয় না।

পরদিন প্রত্যূষে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধানে পথে বাহির হইল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে;—সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহারা আশায় বুক বাঁধিয়া প্রত্যেক কর্ম্মস্থানে গিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল—তবু কোথাও কোনরূপ কর্ম্মের সংস্থান হইল না। হতাশ অন্তরে দুজনে সন্ধ্যার সময় জলে ভিজিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসায় উপস্থিত হইল।

দুর্দ্দশার এখনও যথেষ্ট বাকি! বৃষ্টির জলে সমস্ত দিন ভিজিয়া

মেরিয়াসের ভয়ঙ্কর জ্বর হইল। মেরিয়াস্ পরদিন একেবারে উত্থান শক্তিরহিতা। উঠিতে চেষ্টা করিলে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়—এমনই তাহার অবস্থা।

অত্যন্ত কাতর হইয়া মেরিয়াস্ ফানিকে বলিল,—"আমাদের সকল আশাই তো ফুরুল—আর তো কোনও উপায় দেখ্‌ছি না! জীবন রক্ষা হওয়াও সঙ্কট! তবে আর একটা শেষ উপায় আছে—দেখি যদি তাতে কিছু হয়—"

ফানি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি উপায় বল দিকি?"

"তুমি একবার যদি রয়েল্ ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে যেতে পার তো বড় ভাল হয়। সেখানে গিয়ে মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ নামে যে অভিনেতা আছেন—তাঁকে আমার অবস্থার কথা সবিশেষ বল। কি ক'র্ব্ব—দুঃখের অবস্থায় প'ড়্‌লে সবই ক'র্ত্তে হয়! হা জগদীশ্বর! শেষে ভিল্লিয়ার্সের কাছেও হাত পা'তে হ'ল!" বলিয়া মেরিয়াসের দুই চক্ষু দিয়া শতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেরিয়াসের চক্ষে জল দেখিয়া কোমলপ্রাণা ফানিও স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে এবং ভগ্নস্বরে ফানি বলিতে লাগিল, "ভগ্নি! আমার কি অদৃষ্ট দেখ! আমি যখন সৎপথে—ধর্ম্মপথে থাকৃতে যাই,—তখনই দেখি—রাজ্যের বাধা বিপত্তি বিঘ্ন এসে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে কি ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় যে আমি পাপ পথ পরিত্যাগ করি? হায়—আমার কেন মৃত্যু হয় না?" বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় আকুল হইয়া ফানি কাঁদিতে লাগিল।

মেরিয়াস্ কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—

"থাম বোন্ থাম! জগদীশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস রেখো—তা'হ'লে সকল বিপদেরই অবসান হবে।"

"মেরিয়াস্! তোমার কথা শুন্‌লেই আমার প্রাণে বল ও সাহস আসে। আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ, তা না হ'লে—তোমার এমন রুগ্ন অবস্থায়—কোথায় তোমাকে আমি সান্ত্বনা দোবো—সাহস দোবো,—তা না ক'রে নিজেই ধৈর্য্যহারা হ'চ্ছি? আমি এখনি মিঃ ভিল্লিয়ার্সে'র কাছে যাচ্ছি,—তাকে একেবারে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে আস্‌ছি! এখন নাও—এই এক পেয়ালা চা খেয়ে—একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর; অন্ততঃ আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি!" ফানির কথামত মেরিয়াস্ চা পান করিয়া শয়ন করিল। ফানি সাজসজ্জা করিয়া জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্সের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মেরিয়াস্ জাগরিতা হইয়া দেখিল—ফানি সেই যুবক অভিনেতা মিঃ ভিল্লিয়ার্সের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ মেরিয়াসের দুরবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"মেরিয়াস্! তোমার এমন দশা দেখে আমার প্রাণে যে কি হ'চ্ছে তা মুখে প্রকাশ ক'রে কি জানাব? মিঃ বাউয়ার্স্ তোমার সঙ্গে যে রকম দুর্ব্যবহার ক'রেছেন—আমরা তা শুনে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়েছি! তা এখন আমায় কি ক'র্ত্তে হবে বল!"

মেরিয়াস্ অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিল, "তোমাকে আর কি ব'ল্‌বার আছে বল? তবে আমি এইটুকু বিশেষ জানি—এ জগতে তোমার মতন হিতাকাঙ্ক্ষী আর আমার কেউ নাই!"

ফানিও বলিল,—"মিঃ ভিল্লিয়ার্সকে তোমার আর বিশেষ কিছু

ব'লতে হবে না। আমি পথে আসতে আসতে তোমার আমার সকল কথাই ওঁকে ব'লেছি। ইনি আমার জন্যে থিয়েটারে একটী চাকরী জোগাড় ক'রে দিয়েছেন ;—তুমি যতদিন না সুস্থ হও, ততদিন তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখবেন, যেখানে তোমা' খুব সেবা শুশ্রূষা হয়।"

ফানির কথা শুনিয়া মেরিয়াস্ বলিয়া উঠিল,—"মিঃ ভিলিয়াস্‌র্! আমি জানিনা কেমন ক'রে তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'র্ব্ব!"

"থাক্ থাক্! কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই! মেরিয়াস্! আমি আমার কর্ত্তব্যই পালন ক'রেছি! আমি যদি সাধ্যমত নিঃসহায়—নিরাশ্রয়কে সাহায্য না করি, তা'হ'লে আমার যে ঘোরতর মহাপাতক হবে! তা ছাড়া—তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা বহুদিন হ'তে দুজনেই পরস্পরের সহিত পরিচিত—বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ! মনে নেই,—যখন মিঃ বাউয়ার্সে'র থিয়েটারে আমরা একত্রে কাজ ক'র্ত্তেম,—তখন অভিনয়কালে যবনিকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে দুজনে কি কথাবার্ত্তা কইতেম!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মনে আছে—তা কি আমি ভুলতে পারি?" এই বলিয়া মেরিয়াস্ ক্ষণকাল নীরব হইল। অকস্মাৎ লজ্জায় যেন তাহার মুখবর্ণ আরক্তিম হইয়া উঠিল। মিঃ ভিলিয়ার্স্ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তবে আর তোমার মিছে দুঃখ ক'র্ব্বার তো কোন কারণ নেই মেরিয়াস্! আমি তোমায় অনুরোধ ক'চ্ছি—তুমি

দিনরাত কেঁদে কেঁদে এমন সুন্দর চক্ষু দুটী নষ্ট ক'র্ব্বার উদ্যোগ কোরো না!"

দুঃখের হাসি হাসিয়া মেরিয়াস্ বলিল, "মিঃ ভিল্লিয়ার্স্! শুধু মুখের কথায়—কিম্বা মৌখিক সান্ত্বনায় তো কা'রও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে যে তুমি এখনও আমাদের অবস্থার বিষয় বুঝ্‌তে পাল্লে না।" বলিতে বলিতে আবার তাহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ বলিলেন,—"স্থির হও—কেঁদো না! বল তুমি কি চাও! আমি তোমায় সাহায্য ক'র্ত্তে এখনিই প্রস্তুত!"

"সাহায্য না ক'ল্লে এ অবস্থায় আমাকে নিশ্চয়ই মারা পড়্‌তে হবে! আমার আর সহায় কে আছে? কে আমায় আশ্রয় দেবে?"

"আমি তোমায় আশ্রয় দোবো মেরিয়াস্! তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? আমি যা' স্থির ক'রেছি তোমার পক্ষে তা' মহা সুবিধা! তাতে তোমার তিলমাত্র মর্য্যাদা নষ্ট হবে না। আমি তোমাকে আমার ভগ্নীর কাছে রাখ্‌তে চাই;—তুমি যেতে সম্মত হও।"

মেরিয়াস্ কোনও উত্তর প্রদান করিল না। অকস্মাৎ অভাগিনী শয্যার উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া ঢলিয়া পড়িল। ভয়ে মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ফানি বলিল, "চীৎকার ক'র্ব্বেন না; মেরিয়াসের রুগ্ন অবসন্ন শরীর—এই সব দুর্ভাবনায় আরও দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে, তাই মূর্চ্ছা গেছে। আপনি দয়া ক'রে একখানি গাড়ী ভাড়া ক'রে নিয়ে আসুন—আমি ততক্ষণ মেরিয়াসকে সুস্থ করি।"

ষয়বর্ণিনী।

মিঃ ভিলিয়ার্স্ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ফানির সাহায্যে অতি সন্তর্পণে মেরিয়াসকে ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইলেন,—এবং আপাততঃ ফানির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে সেই গাড়ীতে প্রস্থান করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একখানি সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। মিঃ ভিলিয়ার্স্ গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বাড়ীর রুদ্ধদ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলেন। একজন যুবতী দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মিঃ ভিলিয়ার্স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভগ্নী ভিতরে আছেন কি ?"

"আজ্ঞে—হ্যাঁ।"

মিঃ ভিলিয়ার্স্ মেরিয়াসকে বলিলেন,—"তবে আর কি! আর তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই! তুমি নিজের বাড়ীতে নিজেরই আত্মীয় স্বজনের কাছে এসে প'ড়েছ!"

এই বলিয়া মেরিয়াসকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ভিলিয়ার্স্ সেই বাটীর একটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই কক্ষে একটী যুবতী পুস্তক পড়িতেছিলেন। তাঁহাদের কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিস্মিতা হইয়া মিঃ ভিলিয়ার্সের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ভিলিয়ার্স্ বলিলেন, "ভগ্নি আলি! ভয় পেওনা! ইনি অপর কেউ নন,—আজ থেকে ইনি তোমার ভগ্নী!"

মেরিয়াস্ কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভগ্নি! আমি শুনেছি তুমি বড় দয়াবতী, তোমার প্রাণ বড় ভাল! সেই বিশ্বাসেই তোমার কাছে এসেছি। আমার সমস্ত বিবরণ তোমার কাছে প্রকাশ ক'র্ব্ব! কিন্তু একটা বিষয়ে প্রতিশ্রুত হও,—আমার কথা কা'রও কাছে কখনো প্রকাশ ক'র্ব্বে না!"

সকলে প্রতিশ্রুত হইলে—মেরিয়াস্ ভগ্নস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাদের নিকট আদ্যোপান্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করিল। মেরিয়াসের কথা শেষ হইলে মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ বলিলেন, "মেরিয়াস্! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমাদের দ্বারায় তোমার কোন কথা প্রকাশ হবে না, কিম্বা তোমার তিলমাত্র অনিষ্ট হবে না। আমাদের উপর সমস্ত নির্ভর ক'রে থাক।"

"সে কথা আর কেন ব'ল্‌ছ? নির্ভর না ক'ল্লে এখানে আস্‌ব কেন?"

"ত'াহ'লেই হ'ল। আমার ভগ্নীর সঙ্গে তবে এখন শয়নঘরে যাও; একটু সেবা-শুশ্রূষা পেলেই তুমি দু'দিনে আরোগ্য লাভ ক'র্ব্বে!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, মেরিয়াস্ বেশ আরোগ্য লাভ করিল। এইবার যেমন করিয়া হউক্, একটী চাকুরী নিশ্চয় সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া মেরিয়াস্ একজন থিয়েটারের (এজেণ্ট্) প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইঁহার বাসস্থান বো ষ্ট্রীটে একটী ক্ষুদ্র বাটীতে। লোকটী তাড়াতাড়ি পাঁচ সিলিং নিজের দক্ষিণা লইতে যেমন তৎপর, কার্য্য করিতে তেমন নহেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারায় মেরিয়াসের কার্য্যের কোনরূপ সুবিধা হইল না। মেরিয়াস্ নিজে উদ্যোগী হইয়া কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মেরিয়াস্ একেবারে রয়েল গ্র্যাণ্ড্ সেলুনে গিয়া উপস্থিত হইল। লণ্ডনে ইহার তুল্য উচ্চদরের গীতিনাট্য-শালা আর নাই। ইহার অধ্যক্ষ এবং একমাত্র স্বত্বাধিকারী মিঃ ক্লিফোর্ড্ পূর্ব্বে একজন কুম্ভকার ছিলেন, এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তনে খেতাব পাইয়াছেন,—"পার্সিভেল্ ডি ক্লিফোর্ড্।" মেরিয়াসের আবেদনে প্রথমে মিঃ ক্লিফোর্ড্ তাহাকে চাকুরী প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই—কিন্তু নানা কারণে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

তখন ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইতেছিল ;—পথ অত্যন্ত কর্দ্দমময়। মেরিয়াস্ ক্লিফোর্ডের নিকট চাকুরী না পাইয়া সেলুন হইতে বিদায় লইবার

সময়ে পোষাক নষ্ট হইবার ভয়ে এমনি কায়দা করিয়া পোষাক তুলিয়া চলিতে লাগিল, যাহাতে তাহার চালচলন বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল !

মিঃ ক্লিফোর্ড্ সুন্দরী রমণীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি গবাক্ষে দাঁড়াইয়া মেরিয়াসের চালচলন এবং সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া মেরিয়াস্‌কে ফিরাইয়া আনিলেন।

মেরিয়াসের সহিত কথাবার্ত্তায় এই স্থির হইল যে, তাহাকে প্রত্যেক রাত্রে নর্ত্তকী এবং গায়িকার কার্য্য করিতে হইবে, এবং তাহার জন্য তাহাকে আশানুরূপ বেতন দেওয়া হইবে। মেরিয়াস্‌ও স্বীকৃতা হইল।

অতি অল্প দিনেই মেরিয়াস্ সমগ্র দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কারণ, শুধু রূপে নয়, মেরিয়াস্ গুণেও অন্যান্য সমস্ত অভিনেত্রীগণকে পরাজিত করিয়াছিল। সুতরাং সকলেরই বিষম আক্রোশ মেরিয়াসের উপর! সকলেই মনে মনে ভাবে, "কোথা থেকে এই আপদ বালাই আসিয়া জুটিল!" নাট্যশালায় রঙ্গমঞ্চে কোনও অভিনেত্রীর সহিত মেরিয়াসের সদ্ভাব নাই, কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করে না। সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ পরিহাস করে; কথায় কথায় সকলেই তাহাকে টিট্‌কারী দেয়।

রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দের নিকট মেরিয়াস্ অত্যধিক আদর এবং সম্মান লাভ করে। মেরিয়াস্ যদি গান গাইতে গাইতে বেসুরো করিয়া ফেলে, দর্শকবৃন্দ তাহাতে কোনরূপ দোষ ধরে না; সকলেই এক বাক্যে

মেরিয়াসের সুখ্যাতি করে,—সকলেই বলে, "এমন অভিনেত্রী আর ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নাই।"

যাহা হৌক্, মেরিয়াসের অবস্থা এক্ষণে খুব উন্নত বটে, কিন্তু তথাপি তাহার প্রাণে তেমন সুখ শান্তি নাই; কারণ, একাকিনী তাহাকে অনেকগুলির মন রাখিতে হয়।

প্রথমতঃ মিঃ ক্লিফোর্ড্। ইহাঁকে লইয়া মেরিয়াস্ সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, ইহাঁর ভয়ে সে সদাই অস্থির। ক্লিফোর্ডকে দেখিলে সে বিশ হস্ত দূরে সরিয়া থাকিত। কারণ, তাঁহার অধীনে যতগুলি অভিনেত্রী আছে—সকলেরই সহিত তিনি প্রণয় করিবেন। যদি কেহ আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ম্মচ্যুতি!

দ্বিতীয়তঃ রঙ্গভূমিসজ্জাকর। অভিনয়কালে ইঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শক্তিশালী অভিনেতা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া থাকে,—অবলা অভিনেত্রীগণের তো কথাই নাই! কেহ একপদ এদিক্ ওদিক্ করিলে—তীব্র কটুভাষায় তাহাকে সদ্য নরকরাজ্যে পাঠাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। সুতরাং তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই মেরিয়াসের গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হইত।

তৃতীয়তঃ বেশকারী। তিনি প্রতি কথায় প্রহার করিতে অগ্রসর হইতেন; অসাবধানে পোষাক নষ্ট করিয়াছে বলিয়া যখন তখন অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের জরিমানা করিতেন!

সকলের উপর মহাবিপদ—দর্শকবৃন্দকে লইয়া। দলে দলে যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা ধনী দরিদ্র প্রভৃতি আসিয়া মেরিয়াসের সহিত আলাপ করিত এবং তাহার গুণের প্রশংসা করিত। অভিনয়ান্তে প্রাণপাত

পরিশ্রমের পর কি প্রকারেই বা সকলকে যথাযোগ্য আপ্যায়িত করিয়া সন্তুষ্ট করে? অথচ আপ্যায়িত করার একটু ক্রটী হইলে মেরিয়াসের আর রক্ষা নাই! পরদিন নিন্দার তাড়নায় সহর তোলপাড়! মেরিয়াস্ বুঝিল, এ সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল!!

নবম পরিচ্ছেদ।

রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুন।

অধ্যক্ষ এবং একমাত্র স্বত্বাধিকারী......মিঃ ডিঃ ক্লিফোর্ড্।

অভিনেত্রীকুলশিরোমণি মিস্ মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোনের

সাহায্য-রজনী।

বিলম্বে হতাশ হইবেন।

অভূতপূর্ব্ব বিরাট আয়োজন।

উপরোক্ত রেখাবদ্ধ বিজ্ঞাপনটি কয়েক মাস পরেই সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইল। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরই বা কি! অক্ষরগুলি রামধনুকবর্ণে রঞ্জিত, এক একটী প্রায় এক হাতের অধিক দীর্ঘ। সহরের পথে পথে, পুরাতন বাটীর প্রাচীরে এবং রঙ্গমঞ্চের বহির্ভাগে চতুঃপার্শ্বে লাগানো আছে। যে দিকেই দেখ, সেই দিকেই যেন শত শত রামধনুকের উদয় হইয়াছে! ব্যাপার কি? হঠাৎ নাট্যরাজ্যে এতটা আন্দোলন কিসের জন্য? অবশ্য ইহার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি! মেরিয়াস্ "রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুনে" যোগদান করাতেই মিঃ ডিঃ

ক্লিফোর্ডের অদৃষ্ট খুলিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি এক সপ্তাহে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, এক্ষণে এক রাত্রেই তাহার অধিক অর্থ তাঁহার সিন্ধুক পরিপূর্ণ করিয়া উছলিয়া পড়ে। সুতরাং মিঃ ক্লিফোর্ডের প্রাণে যে কি আনন্দ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়! সেই আনন্দের মুখে—তাহার উপর দুই পাত্র জলমিশ্রিত উষ্ণ জিন্ পান করিয়া—মিঃ ক্লিফোর্ড্ অকস্মাৎ সকলের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেন,—"মেরিয়াস্‌কে একটা সাহায্য-রজনী দিব!" কথাটা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত! এমন অভাবনীয় ব্যাপার আর ইতিপূর্ব্বে কখনো হয় নাই! মেরিয়াসেরও হৃদয়ে আনন্দ ধরে না!

সাহায্য-রজনীতে রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য! রয়েল গ্র্যাণ্ড্ সেলুনের জগদ্বিখ্যাত ঐক্যতান বাদক সম্প্রদায়—বাছিয়া বাছিয়া খুব ভাল সুর বাজাইতে লাগিল! কিন্তু দুঃখের বিষয়—লোকের জনতায় এবং গোলমালে সমস্ত সুর বেসুর হইয়া গেল! গণ্ডগোলে এমন এক অত্যদ্ভুত ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইল—যে, সঙ্গীতাচার্য্য পর্য্যন্ত নিজেই বুঝিতে পারিলেন না—এ উদ্ভট রকম সুর কে শিখাইল—কেমন করিয়াই বা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে!

যাহা হউক্—ঐক্যতান বন্ধ হইলে পর, সুন্দরী মেরিয়াস্ ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইল! সেই বিপুল জনসঙ্ঘ,—সেই সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দ তাহাকে দেখিবামাত্রই মহোৎসাহে কর-তালিপ্রদানপূর্ব্বক তাহার অভ্যর্থনা করিলেন! সেই সঙ্গে সঙ্গেই মেরিয়াস্ সসম্মানে অবনত মস্তকে উৎসাহদাতৃগণকে অভিবাদন করিল! সাহায্য-রজনীতে পরিধান করিবার জন্য—মেরিয়াস্ নূতন

রকমের মনোমত পোষাক প্রস্তুত করাইয়াছিল—এবং উক্ত রজনীতে গাহিবার জন্য নূতন নূতন গানও শিখিয়াছিল!

যে পোষাক পরিয়া মেরিয়াস্ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইল, তাহা অতি বিচিত্র রকমের! সে যে কোন্ দেশের বা কোন্ সময়ের অথবা কোন্ জাতির (স্ত্রী কিম্বা পুরুষ) তাহা আপামরসাধারণের কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না! কতকটা কুস্তিগীরের পোষাকের মতন,—অর্দ্ধাবৃত বক্ষঃস্থল,—অনাবৃত বাহুযুগল;—স্কন্ধদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত রেশমের ফতুয়া,—তাহার সহিত রেশমের একটী জাঙ্গিয়া সংলগ্ন;—তৎপরে পাদদেশ পর্য্যন্ত খুব মিহি কাপড়ের পায়জামা নিজগাত্রের সহিত মিলাইয়া রহিয়াছে। এই বিচিত্র সজ্জায় মেরিয়াস্ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইয়া একখানি সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গানখানির কোনও অর্থ নাই—কোনও ভাব নাই—নাট্যাভিনয়ের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই,—তথাপি দর্শকবৃন্দ সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়া উৎসাহের সহিত বার বার শুনিতে চাহিল। মেরিয়াস্ আবার একখানি গাহিল; এ গানেও ঐরূপ সম্মানলাভ,—তবে এইবার দর্শকবৃন্দ সমাদরের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া ফেলিলেন! তাহার কারণ,—মেরিয়াস্ গানের সঙ্গে সঙ্গে এইবার একটু হাব-ভাব-কটাক্ষ মিশ্রিত চিত্তমত্তকর নৃত্য করিয়াছে!

দর্শকবৃন্দের ইচ্ছা হইতে লাগিল—যে, তাঁহারা বাটী প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া রঙ্গালয়েই সমস্ত রাত্রি যাপন করেন, আর তাঁহাদের সম্মুখে সুন্দরী মেরিয়াস্ ঐ ভাবেই নৃত্য করিতে থাকুক! নাটক অভিনয় হো'ক অথবা নাই হো'ক্—তাহাতে তাহাদের কিছু আসিয়া যায় না!

প্রায় উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয় খানি নৃত্যগীতের পর মেরিয়াস্ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং অবসন্নদেহে দর্শকবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। অন্য অভিনয় আরম্ভ হইল। মেরিয়াস্ ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রেই মিঃ ক্লিফোর্ড্ তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন,—"দেখ মেরিয়াস্! আমার বড় ভয় হ'চ্ছে, হয়তো মিঃ ভিল্লিয়ার্সের কোন বিপদ আপদ ঘটিয়াছে! তোমার জন্যে বাহিরে একখানা গাড়ী অপেক্ষা ক'চ্ছে।"

ভীতত্রস্তা হইয়া মেরিয়াস্ কম্পিতহস্তে তাড়াতাড়ি পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল,—

"প্রিয় মেরিয়াস্—

আজ ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে আমার ভ্রাতার অত্যন্ত বিপদ ঘটিয়াছে! একখানি ভারি দৃশ্যপট উপর হইতে একেবারে তাহার মস্তকে পড়িয়া গিয়াছে। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আইস।

ইতি তোমার স্নেহের ভগ্নী—

আন্নী।

পুনশ্চ,—ডাক্তারের গাড়ীখানি পাঠাইলাম,—তুমি তাহাতে আসিতে দ্বিধা করিও না।"

মেরিয়াস্ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা পরিবর্ত্তন করিয়া রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিয়া দেখিল, দ্বারে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে এবং একটী লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। লোকটীর মুখের ভাবে বোধ

হইল—যেন, মিঃ ভিল্লিয়াসের আকস্মিক এই বিপদে সে নিতান্তই ব্যথিত—তাহার হৃদয় যেন উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ! তাহার পোষাক পরিচ্ছদ বেশ ভদ্রলোকের মতন পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন,—বয়স অনুমান চল্লিশের ভিতর! মেরিয়াস্ তাহাকে যথার্থই ডাক্তারের অনুচর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু যদি কেহ ভাল করিয়া সেই ব্যক্তির নিঃশব্দ চালচলনের প্রতি লক্ষ্য করিত,—তাহা হইলে বুঝিতে পারিত,—লোকটীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নয়! মেরিয়াস্ তাহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল, "চলুন—আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার সঙ্গে যাই!" এই কথা বলিয়াই একেবারে গাড়ীতে গিয়া বসিল। মেরিয়াস্ যদি অত অস্থির না হইত—তাহা হইলে গাড়ী দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিত যে, চিকিৎসকেরা সচরাচর এরূপ গাড়ী ব্যবহার করে না। এবং গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে একবার যদি তাহার পশ্চাদ্দিকে সহিসের বসিবার স্থান পরীক্ষা করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত,—একটী লোক আপাদমস্তক একটা বড় জামায় আবৃত করিয়া নীরবে বসিয়া আছে।

কিন্তু হায়—অভাগিনী প্রাণের আবেগে অন্ধ হইয়া এ সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করে নাই। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াই বাহিরের সেই লোকটীকে একটু মিনতি করিয়া বলিল,—"দয়া ক'রে গাড়োয়ানকে বলুন, একটু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে!"

"তা আর ব'ল্‌তে হবে না—মিস্! আমরা এখুনি গাড়ী হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাব!" এই বলিয়া লোকটী কোচ্‌বক্সে উঠিয়া বসিল। গাড়ী খুব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

পাঠক! গাড়ীর পশ্চাতে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া গুপ্তভাবে চোরের মতন কে বসিয়া আছে জানেন? সেই ম্যাডাম্ রোসিনীর ভ্রাতা মিঃ স্মিথ্!

পথ আর শেষ হয় না! মেরিয়াসের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! তাহার মনে কি জানি কেন—কিসের একটা ভয় হইতে লাগিল! মনে হইল,—যেন, কি একটা শত্রুর চক্রান্তে সে নিপতিত হইয়াছে! যাহাই হোক্—কিন্তু ভিল্লিয়াসে´র যে দুর্ঘটনা হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার আর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাড়ী আসিয়া একটী পুরাতন সেকেলে ধরণের হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী থামিতেই—আস্তাবল হইতে একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত।

দশম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার রাত্রি—হোটেলে কোনও আলোকের চিহ্নমাত্রও নাই। লোকজন সকলেই বহুক্ষণ পূর্ব্বে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু আস্তাবল-বাটী তখনও খোলা রহিয়াছে—এবং তাহার এক কোণে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে!

গাড়ী তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই একজন অশ্বরক্ষক তাড়াতাড়ি আসিয়া পরিশ্রান্ত ঘোড়া দুটী খুলিয়া লইয়া অপর দুটী ঘোড়া আনিয়া সেই গাড়ীতে জুতিয়া দিল।

মেরিয়াস্ গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, এক জন দীর্ঘকায় ব্যক্তি কয়েক হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতেছে। সে ব্যক্তি মিঃ স্মিথ্। কিন্তু মেরিয়াস্ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্বেগে ও ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁগা মশাই! বলুন দিকি আপনাদের কি মতলব? দোহাই জগদীশ্বর! এ সমস্ত রহস্যের অর্থ কি তাও তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না—" মিঃ স্মিথ্ মেরিয়াসের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গাড়ীর নিকটে আসিলেন। তিনি মাথার টুপীটী এমন ভাবে কপালের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া পরিধান করিয়াছেন—এবং একখানি কাশ্মীরী শাল মুখে এবং দাড়ীতে এরূপ ভাবে জড়াইয়াছেন যে, দিনের

বেলায়ও তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহাকে চেনা দুষ্কর! তিনি হাসিতে হাসিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! তোমায় মিনতি কচ্ছি—গণ্ডগোল কান্নাকাটী করে—এমন মুখ চোখের বাহারটা নষ্ট কোরো না! তোমার কোনও চিন্তা নেই—মিঃ ভিল্লিয়ার্সের কোনও বিপদ হয় নি! এটী একটী মিথ্যা রচনা! আমি যতদূর জানি, তিনি দিব্য সুস্থ আছেন।"

"এঁ্যা—তিনি কি অসুস্থ নন? তবে তাঁর ভগ্নী এমন পত্র লিখ্লেন কেন?"

"পত্র? সে কথা আর কি বল্ব বল! কিছু মনে কোরো না—সে পত্রখানিও আমারই বুদ্ধিতে—বুঝেছ কি না—হা—হা—হা—"

মেরিয়াস্ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ী আবার দ্রুতবেগে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে প্রায় রাত্রি দুইটার সময় গাড়ী আসিয়া নির্জ্জন স্থানে একটী পুরাতন অট্টালিকার ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ীখানি দেখিলে মনে হয়—পুরাকালে এইস্থানে দস্যুদিগের আস্তানা ছিল, এক্ষণে জেল কিম্বা "পাগ্লা গারদের" জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিঃ স্মিথ্ আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া হাত ধরিয়া মেরিয়াস্‌কে নামাইয়া লইলেন। রাত্রির ঘটনায় অভাগিনীর দেহ ও মন অবসন্ন। গাড়ী হইতে নামিয়া মেরিয়াস্ ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল;—কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া মিঃ স্মিথ্ তাহাকে ধরিয়া রহিলেন।

ভয়বিহ্বল হইয়া মেরিয়াস্ বলিল, "আমি কোথায়? আমাকে এখানে কেন এনেছ?"

"ধৈর্য্য ধর—সুন্দরী—একটু ধৈর্য্য ধরে থাক ;—খানিক পরেই সব জানতে পার্ব্বে! এখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না!" মিঃ স্মিথ্ খুব নম্রস্বরে এই কথা কয়টী মেরিয়াসকে বলিলেন। কিন্তু মেরিয়াসের মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না। অভাগিনী দারুণ ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। মিঃ স্মিথ্ এই সুযোগে তাহাকে নানা প্রকার প্রেম-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন "শিকার যখন জালে আসিয়া পড়িয়াছে—তখন কি আর সহজে ছাড়িব?" মেরিয়াস্ও বুঝিল—তাহার সমূহ বিপদ! এমন অসহায় অবস্থায় উদ্ধার পাইবার আর কোনও আশা নাই! অবলা রমণী প্রতিমুহূর্ত্তেই একটা কিছু ভয়ানক রকমের বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল।

বিপদে পতিতা হইলেও মেরিয়াস্ ইহা স্থির জানিত—যে এ সংসারে সতীত্ব ধর্ম্মের প্রভাব সমস্ত পাশব শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে। বিপদ-সাগরে অভাগিনীর ইহাই একমাত্র ভরসা!

মিঃ স্মিথের নিকট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া—এইবার একটু সাহসে ভর করিয়া খুব গর্ব্বিতভাবে মেরিয়াস্ বলিল—"কেন আমাকে এখানে এনেছেন? আমাকে এ রকম ছলনায় ভুলিয়ে আমার সঙ্গে এমন নীচ প্রতারণা কর্ব্বার আপনার কি উদ্দেশ্য? কে আপনি? আত্মীয় স্বজনহীনা সহায়শূন্যা রমণী বলে,—মনে করেছেন কি আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা পিশাচী—বারবিলাসিনী?

মিঃ স্মিথ্ মেরিয়াসের এ সমস্ত কথায় কর্ণপাত না করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"বিধুমুখি! অতটা রাগ কচ্ছ কেন? তুমি বুঝ্তে পাচ্ছ না যে আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও

কতটা ভালবাসি! তোমার জন্যে আমি মর্ত্তে বসেছি; দোহাই তোমার—তুমি আমার উপর রাগ কোরো না—আমি যোড়হাতে তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইছি। আজকের রাত্রিটা আর গোলমাল কোরো না—কাল তোমাকে সমস্ত কথা বোল্‌বো!

মেরিয়াসের মস্তিষ্ক ঘুরিতেছিল। তাহার দেহ এত দুর্ব্বল মনে হইতে লাগিল যে সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; দরজায় একখানা মঞ্চ ছিল—অভাগিনী তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

সেইখানে সেই সময় চারি জন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। মিঃ স্মিথের আদেশে তাহারা তৎক্ষণাৎ মেরিয়াসকে ধরাধরি করিয়া একটী সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া—সুন্দর পালঙ্কে শয়ন করাইয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

---o---
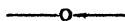
মিঃ স্মিথ্ সেই চারি জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার পত্র পেয়েছিলে ?"

বৃদ্ধা কম্পিত-স্বরে টানিয়া টানিয়া বলিল—"কি ব'লছেন ? আমি ভাল আছি কি না ? না হুজুর—কাণের অসুখটা আমার এখনও সারে নি—আমি এখনও ভাল শুন্‌তে পাই না।" বৃদ্ধার কাণের কাছে মুখ লইয়া—ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে মিঃ স্মিথ্ পুনরায় বলিলেন, "তুমি আমার পত্র পেয়েছিলে ?" কেবলমাত্র "পত্র" কথাটী বৃদ্ধার কর্ণে প্রবেশ করাতেই সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ পত্র পেয়েছি বইকি—পত্র পেয়েই মা ঠাকরুণের জন্যে সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করে রেখেছি! ঐ নীল ঘরটী যেন সোণার খাঁচার মতন হয়েছে! স্বচ্ছন্দে পাখীটী তারই ভিতরে রেখে দিন! পাখীরও কোন কষ্ট হবে না—আপনিও বেশ নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধা অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

গাম্ভীরা রজনী। গির্জ্জার ঘড়ীতে বারটা বাজিল। রাঁইহ্যাম্ গ্রামবাসী সকলেই নিশ্চিন্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আরামে সুষুপ্ত। গৃহের বাহিরে—রাজপথে কিম্বা অপর কোন স্থানে কি হইতেছে না হইতেছে—কেহই কিছু জানে না! সেই সময় ছয় জন লোক খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া সেই গ্রামে প্রবেশ করিল।

গাড়ীখানি আসিয়া একটী বাড়ীর রন্ধনশালার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। এই দ্বার দিয়া একেবারে সেই বাটীর প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। আরোহিগণের ভিতর হইতে এক জন একটী ছিদ্র করিবার যন্ত্র হাতে লইয়া—সেই দ্বারে দুটী ছিদ্র করিল। ছিদ্র দুইটী,—একটী খিলের উপরে—একটী নীচে করা হইল। তাহার পর একখানি তীক্ষ্ণধার করাত আনিয়া সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে দ্বারে দুটী বড় বড় গর্ত্ত করিল এবং তাহার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিঃশব্দে এবং অতি সন্তর্পণে খিল খুলিয়া ফেলিল। দ্বার খোলা হইলে, সেই ছয় জন চুপি চুপি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমে, রন্ধনশালায় যতগুলি বাসন ছিল ধীরে ধীরে সমস্তগুলি তাহারা নিজেদের থলীর মধ্যে রাখিল। তাহার পর সেই স্থানে এধারে ওধারে যাহা কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল—সে সমস্ত লইতে ভুলিল না।

কিন্তু এ সমস্ত লইয়াও তাহাদের যেন তৃপ্তি হইল না। স্থির করিল, অন্য ঘরগুলিতে প্রবেশ করিতে হইবে। সে স্থান হইতে সকলে আর একটী কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিল—সে কক্ষ বাহির হইতে বন্ধ করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রের সাহায্যে সেই দ্বারও খুলিয়া ফেলিল এবং চারি জন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল! সেই কক্ষেই আমাদের নায়িকা অভাগিনী মেরিয়াস্ ভূতলে শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্না রহিয়াছে!

অন্ধকারে দস্যুগণ তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন হোঁচট খাইয়া মেরিয়াসের উপর পড়িয়া গেল! অকস্মাৎ মেরিয়াস্ জাগরিতা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং দেখিল কক্ষের ভিতর

চারি জন অপরিচিত মূর্ত্তি! অভাগিনী দারুণ ভীতা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এবং তাড়াতাড়ি সঙ্কেত-ঘণ্টার দড়ী টানিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইল। দস্যুগণ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে এক জন তাহাকে ধরিয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিল এবং অন্য এক জন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। অভাগিনী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই দস্যুর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই দস্যু তাড়াতাড়ি লণ্ঠন আনাইয়া তাহার মুখ দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"এঁ্যা—একি? এ যে আমার দৌহিত্রী—মেরিয়াস্!"

অন্যান্য সকলেও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! তাড়াতাড়ি মেরিয়াসকে শয্যায় শয়ন করাইয়া সেই দস্যু বলিতে লাগিল—"একি ব্যাপার? মেরিয়াস্ এখানে কেমন করে—কোথা থেকে এল!" পরক্ষণেই দস্যুর সে বাৎসল্য ভাব দূর হইল এবং ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"জাহান্নমে যাক্ মেরিয়াস্—আমার তার কোন খবরে দরকার নেই! কিন্তু একে এখানে রেখে আমাদের চলে যাওয়া তো বড় সুবিধার কথা নয়! এ বালিকা নিশ্চয় ছলনা করে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে—নিশ্চয় আমাকে চিন্‌তে পেরেছে! বাড়ীর মালিক নিশ্চয়ই এর প্রাণের বন্ধু—কাল সকালে তাকে আমাদের কথা সমস্তই বলে দেবে—তার আর কোন সন্দেহ নেই! আমি ভাব্‌ছি—একে আমরা নিয়ে গিয়ে কিছু দিন আটক করে রাখি! তারপর এ সমস্ত গোলমাল চুকে গেলে,—আমরা দেশ ছেড়ে যে যার সুবিধামত স্থানে লুকিয়ে থাক্‌ব—তারপর এ যেখানে খুসী চলে যাক্! চল—একে

নিয়ে গিয়ে আমাদের আড্ডায় আপাততঃ নজরবন্দী করে রাখি! কি বল? এখন কি করে চুপি চুপি একে বার করে নিয়ে যাই বল দিকি?" এক জন বলিল, "আমাকে ভার দাও—আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি!"

অপর কয়জন ইহাতে প্রথম একটু আপত্তি করিল—কিন্তু কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সম্মত হইল। তখন সকলে সেই কক্ষস্থ প্রায় সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি হস্তগত করিল এবং মূর্চ্ছিতা মেরিয়াসকে একখানি বড় কম্বলে আবৃত করিয়া এক জন অম্লানবদনে ক্ষুদ্র খেলানার মতন তাহাকে এক হাতে তুলিয়া লইয়া গাড়ীতে শোয়াইয়া দিল। তাহার পর সকলে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া নির্ব্বিবাদে সেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া—গাড়ীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তখন প্রভাত হইয়াছে।

মূর্চ্ছাভঙ্গে মেরিয়াস্ দেখিল,—দস্যুপরিবৃতা হইয়া সে গাড়ীতে বন্দিনী।

ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমি কোথায়? আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইতেছ?" এই বলিয়া অভাগিনী জোর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল। পরে বুঝিতে পারিল যে ভীষণ বন্ধনে তাহার হস্তপদ আবদ্ধ।

দস্যুদিগের মধ্যে একজন হাসিয়া বলিল, "তুমি এখন লণ্ডনে আছ সুন্দরি! আমরা তোমাকে তোমারই বসত বাটীতে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া দস্যু আরও বিকট হাস্য করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে অপর দস্যুগণও তাহার শেষ উচ্চহাস্যে যোগদান করিল।

দস্যুগণের বিকট হাস্যে মেরিয়াসের দেহের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল! অবলা রমণী কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর দস্যুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিবে, তাহারও কিছু উপায় ঠাওরাইতে পারিল না। তাহাদের ভীষণ আকৃতি, কর্কশ কণ্ঠস্বর, হিংস্র পশুর ন্যায় আচরণ, সহরের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে গমন এবং নিজের নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া মেরিয়াস্ জীবনের আশা জন্মের মতন পরিত্যাগ করিল। গাড়ী তখন ওয়েষ্টমিনিষ্টার সাঁকোর উপর দিয়া অতি দ্রুত বেগে চলিতেছে।

সাহসে ভর করিয়া মেরিয়াস্ প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া দস্যুগণ শকট-চালককে আরও দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিল। আদেশ মত অশ্ব যেন অসংযত ভাবে ছুটিতে লাগিল।

মেরিয়াস্ তথাপি তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া একজন পথিক এবং একজন পুলিসের কর্ম্মচারী গাড়ীর ভিতর কোনরূপ মন্দ ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবির সম্মুখে গাড়ী জোর করিয়া থামাইলেন। গাড়ী থামাইতেই তাহার চারি ধারে পথের লোক জন দাঁড়াইয়া গেল।

পুলিস কর্ম্মচারী শকট-চালককে জিজ্ঞাসা করিল—"এ গাড়ী কোথা থেকে আস্‌ছে? এত জোরে তুমি হাঁকাইতেছ কেন? গাড়ীতে কে চীৎকার কচ্ছে?"

শকট-চালক বলিল—"হুজুর! গাড়ীর ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করুন,—আমি কিছুই বলিতে পারিব না। সমস্ত রাত্রি সকলে মাতাল হয়ে গাড়ীতে হল্লা করেছে—এত বেলা হ'ল তবু গাড়ী ছাড়্‌ছে না! আমি মহা বিপদে পড়েছি—আমাকে আপনারা রেহাই দিয়ে দিন।"

"গাড়ীতে স্ত্রীলোকটী চীৎকার কচ্ছে কে?" দস্যুগণকে সম্বোধন করিয়া পুলিস কর্ম্মচারী পুনরায় একথা জিজ্ঞাসা করিল। একজন অল্প-বয়স্ক দস্যু অম্লানবদনে বলিল—"হুজুর ইনি আমার স্ত্রী! ইনি মনে করেছেন যে আমি এঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছি—তাই বিরহের ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে চীৎকার কচ্ছেন। আর এঁরা সব আমার

স্ত্রীর ভাই অর্থাৎ আমার সম্বন্ধী গাড়ীতে বসে আমোদ করে এক আধ পাত্র টান্‌ছেন বটে—কিন্তু কেউ বেঠিক হন্ নি। সকলেই বেশ খাড়া আছেন।”

কথা শুনিয়া পুলিস কর্ম্মচারী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল—সঙ্গে সঙ্গে পথিকগণও যে যাহার গন্তব্য অভিমুখে প্রস্থান করিল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। নানা কদর্য্য স্থান ফিরিয়া ফিরিয়া—অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানি শেষে পাই ষ্ট্রীটে ডাকাতের আড্‌ডায় উপস্থিত হইল।

অভাগিনী মেরিয়াসের দুর্দ্দশার কথা আর বর্ণনা করিবার নয়। ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে, চীৎকারে কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দুঃখিনী নীরব হইয়া রহিল। দস্যুগণ তাহাকে লইয়া সেই আড্ডায় প্রবেশ করিল। এইবার মৃত্যুদ্বারে উপনীত হইয়াছে মনে করিয়া ভয়ে মেরিয়াসের পুনর্ব্বার সংজ্ঞালোপ হইল।

জ্ঞান হইলে মেরিয়াস্ চক্ষু চাহিয়া দেখিল একটী অন্ধকারময় অতিক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে তৃণশয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে। কোণে একটী দীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়া কুটীরে অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ আলোক প্রদান করিতেছে।

কোথায় সে?—ভাবিয়া চিন্তিয়া মেরিয়াস্ কিছুই বুঝিতে পারিল না—এ কোন্ স্থান?

পূর্ব্বরাত্রের ঘটনাবলী একে একে অভাগিনীর স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। মেরিয়াস্ একবার গাত্রোত্থান করিতে চেষ্টা করিল,

কিন্তু হায়! দেহ বড় দুর্ব্বল—অভাগিনী কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিল না—মাথা ঘুরিতে লাগিল,—মেরিয়াস্ সেই তৃণশয্যার উপরে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অভাগিনী বিকট স্বপ্নসমূহ দর্শন করিতে লাগিল! প্রায় এক ঘণ্টা পরে কুটীরের চাবি খুলিয়া কে যেন ভিতরে প্রবেশ করিল।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের অস্পষ্ট আলোকে মেরিয়াস্ লোকটাকে চিনিতে পারিল না—কিন্তু বুঝিল যে দস্যুদলের কেহ একজন হইবে।

কর্কশ কণ্ঠে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল—"জেগে আছ কি?"

"হাঁ আছি।" ক্ষীণকণ্ঠে মেরিয়াস্ উত্তর করিল। ভয়ে ভয়ে পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কি চাও?"

"আমি কি চাই—দুকথায় বল্‌ছি! আমি কে? চেয়ে দেখ! এই বলিয়া সে ব্যক্তি আলোটী লইয়া নিজের বিকট মুখের সম্মুখে ধরিল।

"তুমি সেই সর্দ্দার?" মেরিয়াস্ বলিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ আমিই সেই বটে! তুমি বেশী গণ্ডগোল করো না—তোমাকে কিছুকাল আটক করে রাখ্‌ব—"

"কিছুকাল? সে কি? কত দিন?"

"তা জানি না।"

"কেন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? তোমরা কোন্ অধিকারে আমাকে আটক করে রাখ?"

"প্রাণের দায়ে!" এই বলিয়া দস্যুসর্দ্দার পুনরায় কুটীরের চাবি বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যহ দুইবার করিয়া দস্যুসর্দ্দার মেরিয়াসকে তথায় প্রাণ-ধারণোপযোগী অতি জঘন্য খাদ্য দিয়া যাইত। এরূপ খাদ্য খাইতে মেরিয়াসের যেন প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইত—উদ্গার উঠিত। কিন্তু ক্রমশঃ ক্ষুধার তাড়নায় আর সে ভাব রহিল না। অগত্যা শেষ কদর্য্য আহারই গলাধঃকরণ করিতে হইত।

দস্যুসর্দ্দার মেরিয়াসের কোন কথার জবাব দিত না। মেরিয়াস্ তাহাকে কত মিনতি করিত—তাহার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিত —"কি অপরাধে আমার এমন শাস্তি"—কিন্তু পাষাণহৃদয় দস্যু কিছুতেই বিচলিত হইত না।

মেরিয়াস্ স্থির করিতে পারিল না—কত দিন বন্দিনী হইয়া আছে। মোটামুটি হিসাব করিয়া বুঝিল—অন্ততঃ এক পক্ষের কম নয়।

মেরিয়াস্ ভাবিল—"ভিল্লিয়ার্স কি মনে করিবে? আমার প্রতি তাঁহার কি ধারণা হইবে? আর কি তিনি আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? হয়তো কলঙ্কিনী—বারবনিতা বিবেচনা করিয়া জন্মের মতন আমার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত করিবেন!"

না—না। মেরিয়াস্ এরূপ কুচিন্তা কখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। ভিল্লিয়ার্স তাহাকে পরিত্যাগ করিবে—একথা মেরি-য়াসের মৃত্যুস্বরূপ।

মেরিয়াস্ ভাবিতে লাগিল—"আমি যেমন করিয়া পারি ভিল্লিয়াসে'র কাছে ছুটিয়া যাইব! তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া তাঁহার হৃদয়ের কুসন্দেহ দূর করিব। যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে বুঝাইব—আমি কলঙ্কিনী নই—আমি সতী!

কিন্তু কেমন করিয়াই বা রক্ষা পাইবে? এই ভীষণ অন্ধকূপ—কারাগার হইতে মেরিয়াসের পলায়নের পথই বা কোথায়? কিসে অভাগিনী মুক্তিলাভ করিবে? এই সমস্ত দুশ্চিন্তায় তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল! অভাগিনী মনে মনে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে ও অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু কোনটীই ফলদায়ক হইতে পারে বোধ হইল না। অবশেষে অদৃষ্ট-দেবী একটু সুপ্রসন্না হইলেন! মেরিয়াসের ভগ্নহৃদয়ে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। মেরিয়াস্ দেখিল সেই পুরাতন কুটীরখানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কুটীরের প্রাচীরগুলি সমস্তই ভগ্নপ্রায়—কোন রকমে খুঁটির সাহায্যে সেগুলি খাড়া হইয়া রহিয়াছে। তাহার একপার্শ্বে একখানি ভগ্ন তরবারী পড়িয়া আছে দেখিয়া মেরিয়াস্ তাহার সাহায্যে—শেষ কারাগার হইতে আপনার মুক্তিপথ প্রস্তুত করিয়া লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দস্যুসর্দ্দার ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আহার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেরিয়াস্ সুযোগ বুঝিয়া সেই ভগ্ন তরবারীর সাহায্যে কুটীরের প্রাচীরে একটা মনুষ্য যাতায়াতের উপযোগী ছিদ্র প্রস্তুত করিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মস্তক বাহির

করিয়া মেরিয়াস্ দেখিল বিকট অন্ধকার, বাহিরে কিছু দেখা যায় না। তখন ধীরে ধীরে সেই কুটীরাভ্যন্তরস্থিত ক্ষীণ দীপালোকটী আনিয়া পুনরায় ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিল। দেখিল কুটীরের ধার দিয়া এক ভীষণ পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত। সহরের যত আবর্জ্জনা এবং অপরিষ্কার জল সেই পয়ঃপ্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া বরাবর দক্ষিণদিকে চলিয়াছে। মেরিয়াস্ অনুমানে বুঝিল—ইহা নিশ্চয় টেম্স্ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। গত্যন্তর না দেখিয়া ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণের দায়ে অভাগিনী ধীরে ধীরে সেই দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালীতে অবতরণ করিল। বিপদের উপর বিপদ্! অভাগিনীর—কোন দিকেই নিস্তার নাই! সেই পয়ঃপ্রণালীতে অসংখ্য মূষিক বাস করিত। তাহারা মেরিয়াসকে শত্রু বিবেচনা করিয়া সদলে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক দংশন করিতে আরম্ভ করিল। মেরিয়াস্ যথাসাধ্য তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে—জলের স্রোতোভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল! কতদূর—কতদূর সেই অবস্থায় চলিতে লাগিল; দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত—মূষিক দংশনে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—পয়ঃপ্রণালী হইতে উপরে উঠিবার কোনও উপায় নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল বিকট অন্ধকার! মেরিয়াস্ বুঝিল মৃত্যু নিশ্চিত!

অবসন্নদেহে মেরিয়াস্ তাহার ভিতরে একস্থানে একটা বড় পাথর দেখিয়া—তাহার উপরে বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতে লাগিল। এমন অবস্থায় তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা সহজে অনুমান করা যায়! মেরিয়াস্ ভাবিল—যদি কোনও কারণে পয়ঃপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ হয়—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে—কিছুতেই

আর প্রাণরক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। কতক্ষণ এইভাবে মেরিয়াস্ বসিয়া রহিল—তাহা সে বলিতে পারে না। কারণ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভীষণ বিপদসঙ্কুল স্থানে—এই মৃত্যুর দ্বারে বসিয়াও তাহার তন্দ্রানুভব হইতেছিল। পয়ঃপ্রণালীর উপরিভাগে স্থানে স্থানে বায়ু যাতায়াতের জন্য ঝাঁঝরি ছিল; তাহারই মধ্যে দিয়া মেরিয়াস্ এক একবার আকাশের দুটী একটী তারা দেখিতে পাইতেছিল। অকস্মাৎ মেরিয়াস্ দেখিল ঝাঁঝরির ভিতর দিয়া প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিয়া পয়ঃপ্রণালীর সেই ভীষণ অন্ধকার বিদূরিত করিল! অভাগিনীর মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল—আবার বাঁচিবার আশা হইল। মেরিয়াস্ স্পষ্ট শুনিতে পাইল—এবং বুঝিতে পারিল—পয়ঃপ্রণালীর উপর দিয়া অসংখ্য মনুষ্য—গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে। সাহায্যের প্রত্যাশায় সে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল—কিন্তু হায়—অবলা রমণীকণ্ঠের সেই ক্ষীণ চীৎকারধ্বনি পয়ঃপ্রণালী-প্রবাহিত জলস্রোতের সহিত মিশিয়া রহিল—তাহার বাহিরে আর পৌঁছিল না! কি সর্ব্বনাশ! এ আবার কি! পয়ঃ-প্রণালীর জল যে ক্রমশঃ গভীর হইতেছে! তবে কি মেরিয়াস্ যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই হইল? হাঁ—তাহাই বটে। ভীষণ শব্দে প্রতি মুহূর্ত্তে জলস্রোত গভীরতর হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে! মেরিয়াসের অবসন্ন দেহ তাহার বেগ আর সহ্য করিতে পারিল না—অবশেষে সেই ভীষণ স্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া কোন প্রকারে জলের উপরে মাথা রাখিয়া মেরিয়াস্ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বরবর্ণিনী।

এইভাবে ভাসিতে ভাসিতে শেষে এক কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইয়া, তাহারই উপর ভর করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা ভীষণ তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে যেন আছড়াইয়া কিছুদূরে ফেলিয়া দিল! মেরিয়াস্ একবার চক্ষু চাহিয়া দেখিল সে পয়ঃপ্রণালী হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ তরঙ্গসমাকুল নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে! পর-ক্ষণেই ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া মেরিয়াস্ কাষ্ঠখণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিতা হইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে মিঃ স্মিথ্ মেরিয়াসকে "রয়েল গ্রাণ্ড সেলুন" হইতে কৌশলে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই রাত্রে ঘটনাচক্রে "ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে" মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্সের নাট্যাভিনয়ে কোন ভূমিকা না থাকায় তিনি মেরিয়াসকে সঙ্গে, করিয়া গৃহে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি রয়েল গ্র্যাণ্ড্ সেলুন অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অধ্যক্ষ মিঃ ডি ক্লিফোর্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং দুই চারি কথা হইবার পরেই মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ তাঁহার প্রমুখাৎ মেরিয়াসের ব্যাপার সমস্ত অবগত হইলেন। শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! মেরিয়াসকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল? কে এমন কাজ কল্লে? যে নিয়ে গেছে নিশ্চয়ই তার কোন মন্দ অভিসন্ধি আছেই আছে! হায়—হায়! হতভাগিনী কি চিরকাল এই রকমে যন্ত্রণা ভোগ কর্ব্বে?"

মিঃ ক্লিফোর্ড্ কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্সের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন—"যিনি মেরিয়াসকে নিয়ে গেছেন তাঁর মন্দ মতলব আছে কি না বল্‌তে পারি না! কিন্তু আমাদের দ্বার-রক্ষক যা আমাকে ব'ল্লে, তা যদি সত্য হয় তা'হ'লে আমার বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে মেরিয়াস্ নিজেই এই রকম মতলব খাটিয়ে ফাঁকি দিয়ে

এখান থেকে সরে পড়েছে!” “মেরিয়াস্ মতলব করে ফাঁকি দিয়ে সরেছে?” মিঃ ভিল্লিয়াস্ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“এ আপনি কি ব’লচেন মশাই?”

“বল্‌ছি ঠিক্!” অধ্যক্ষ মহাশয় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। “বল্‌ছি ঠিক! মেরিয়াস্ যদি গোড়া থেকে এ মতলব না ক’র্ত্ত, তা’হ’লে কি সহরের নামজাদা বদ্‌মায়েস্ দুষ্ট-লম্পটকে নিয়ে এক গাড়ীতে এক সঙ্গে যেতো?”

“কে—কে? কার সঙ্গে মেরিয়াস্ চলে গেল?” মিঃ ভিল্লিয়াস্ যেন হতবুদ্ধি হইয়া এই কথাগুলি বলিয়া উঠিলেন! “কার সঙ্গে আবার? মিঃ স্মিথকে চেনেন না? সেই পৃথিবী-বিখ্যাত মহাপুরুষ—লম্পটের শিরোমণি! তার সঙ্গে মেরিয়াস্ এক গাড়ীতে কি সাহসে গেল তাতো বুঝ্‌তে পারিনি!”

“এঁ্যা—বলেন কি? মিঃ স্মিথের সঙ্গে? কি সর্ব্বনাশ! হায় হায়—আর কি মেরিয়াসকে খুঁজে পাওয়া যাবে?” এই কথা বলিতে বলিতে মিঃ ভিল্লিয়াস্ নিজের হাত মুচ্‌ড়াইতে এবং মাথা চাপ্‌ড়াইতে লাগিলেন!

“না—না আপনি ভাব্‌ছেন কেন? মেরিয়াসকে পাওয়া যাবে না কেন? মিঃ স্মিথ্ তার একটা মস্ত হিল্লে করে দেবে এখন! যে কদিন সখ হবে—কাছে রেখে খুব আমোদ আহ্লাদ কর্ব্বে—তার পর সখ মিটে গেলে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিদায় করে দেবে! সেই সময় আবার মেরিয়াসের দেখা পাবেন বৈকি! তা বেশ! মিঃ স্মিথ্ বড় লোক—তার পাল্লায় গিয়ে বিবি পড়েছেন—সকল কষ্টই দূর হবে,

তাঁর খুব ভালই হবে। তবে বলছিলুম কি—আমার সঙ্গে এমন চালাকিটা না ক'রলেই হ'ত! যা'হোক,—তার জন্যে আমার বেশ দুটাকা রোজগার হ'চ্ছিল,—এখন আমার বিশেষ একটু ক্ষতি হ'ল কি না—তাই বলছি—এরকম করে চলে যাওয়াটা তাঁর ভাল হয়েছে কি? এই কি ধর্ম্ম? ছি-ছি-ছি! আর তাও বলি—ওদের জাতের কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান আছে? স্বার্থ হ'ল ওদের ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব! ওরকম চরিত্রের স্ত্রীলোক যারা—তারা কি সদুপায়ে গতর খাটিয়ে—ধর্ম্মপথে থেকে পয়সা রোজগার ভালবাসে? ওদের প্রবৃত্তি যে অন্যরকম। রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হয়—কেবল সাধারণের কাছে নিজেদের রূপের বিজ্ঞাপন ক'র্‌বার জন্য! দিনকতক রং ঢং করে একজন দর্শকের মন ভুলিয়ে—ব্যস—তাকে নিয়ে অমনি সরে পড়লেন—আর রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন আর কি! তবে এটা নিশ্চয়—ও বেটীদের কখনো ভাল হয় না! শেষ দশায় নাকালের একশেষ; হয় ভিক্ষা—নয় আত্মহত্যা—এ দুয়ের মধ্যে একটা হবেই হবে!" এইরূপ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মিঃ ক্লিফোর্ড কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তাঁহার মুখখানি যেন রক্তমাখা হইয়া উঠিল।

মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ স্থির হইয়া মিঃ ক্লিফোর্ডের কথাগুলি শুনিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আপনি যা বল্লেন কথাগুলি অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব সত্য বটে! কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি যে মেরিয়াস্ সে চরিত্রের স্ত্রীলোক নয়। তার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা আপনার সম্পূর্ণ ভুল।" "তা হবে—" এই দুটী

কথা মাত্র বলিয়া মিঃ ক্লিফোর্ড্ আর কিছু বলিলেন না! কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কি যেন ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি যদি নিশ্চয়ই জানেন মেরিয়াস্ সে প্রকৃতির নয়,—তাকে স্মিথ্ ভুলিয়ে হরণ করে নিয়ে গেছে—তা'হ'লে তাকে রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন না কেন? অনর্থক সময় নষ্ট করে ফল কি?"

মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিলেন—"আমি কি কর্ব্ব? আমি কি কর্ত্তে পারি?"

"কেন? তাদের পাছু পাছু ধাওয়া করুন না!"

"গাড়ী কোন্ দিকে গেছে বল্‌তে পারেন?"

"ব্ল্যাক আইভিসের দিকে—ইসেক্‌সে তারা আপাততঃ গেছে। তাদের গাড়ীর কোচম্যান্ আমার দ্বাররক্ষককে কথায় কথায় তাদের যাবার নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা বলে গেছে, আমি তাই শুনে বল্‌ছি!"

"তা'হ'লে আমি এখন এত রাত্রে সেখানে কি করে যাই বলুন দিকি! এ সময় তো ট্রেনও পাব না—ষ্টিমারও পাব না—তা'হ'লে উপায় কি?"

"একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করে যান! অনেকটা পথ বটে—কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন? এই বেলা শিগ্‌গির শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন—নইলে বেশী দেরী কল্লে হয়তো সন্ধান পাবেন না।" এই কথাগুলি বলিয়া মিঃ ক্লিফোর্ড্ মিঃ ভিল্লিয়ার্সের করমর্দ্দন করিয়া পুনরায় বলিলেন—"প্রার্থনা করি—জগদীশ্বর আপনার কার্য্যে সহায়তা করুন!" দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ একখানি গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন।

অতি প্রত্যূষে মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। সমস্ত-রাত্রি গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল; প্রভাত-বায়ু-স্পর্শে অত্যন্ত শীতবোধ হইলে—কেমন যেন জ্বরভাব মনে হইতে লাগিল। মিঃ ক্লিফোর্ডের কথামত মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ বেড়াইতে বেড়াইতে একটী সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে করিতে একটী পুরাতন উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ জনমানবের সাড়া শব্দ পাইলেন না, বাড়ীটী যেন নির্জ্জন পরিত্যক্ত মনে হইল। মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ উত্তর দিকের ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন;—বাস্তবিক সে দিকটায় প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর লোকের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। সুতরাং সে স্থানটা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই উদ্যানবাটী মিঃ স্মিথের পৈতৃক সম্পত্তি; ইহার নাম "সাইপ্রেস্ গ্রেন্জ্।"

মিঃ স্মিথের পিতার আমল হইতেই উদ্যানবাটীর উত্তর দিক হইতে সমস্ত জিনিষ আসবাবপত্র উঠাইয়া লইয়া পশ্চিম দিকে রক্ষা করা হইয়াছিল, সুতরাং পশ্চিম দিকেই লোকজনের বসবাস ছিল—এবং উত্তর দিকটা একেবারে পরিত্যক্ত ভাবেই পড়িয়া থাকিত। উদ্যানবাটীর দক্ষিণ দিক আস্তাবলের চাকরদের জন্য ব্যবহৃত হইত। উত্তর দিকের বাহিরের ঘরগুলি দেখিলে বেশ স্পষ্টই মনে হয়—বহুকাল যাবৎ এ দিকে ভ্রমেও কোন মনুষ্য পদার্পণ করে নাই। স্থানে স্থানে জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন—চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। ঘরগুলির সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ! মেজেতে দেয়ালে উঠানে বন্য গাছপালার জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে! বন জঙ্গল

আবর্জ্জনায় সমস্ত দিকটা যেন সর্ব্বদাই অন্ধকারময় হইয়া থাকিত! মনুষ্যের ন্যায় সূর্য্যের কিরণও বোধ হয় ভয়ে এ দিকে আদৌ প্রবেশ করিত না।

নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে মিঃ ভিল্লিয়ার্স সেই দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—জনমানবের কোনও চিহ্ন নাই! যতদূর যাইতে লাগিলেন—ততদূর জঙ্গল এবং আবর্জ্জনা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য হইল না! এইরূপ কিছুদূর চলিতে চলিতে একটী ঘরের জানালার নিকট আসিয়া কি জানি কি বুঝিয়া তথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই জানালার পানে চাহিয়া দেখিলেন—একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি তাহার ভিতর দিয়া আসিতেছে। জানালা রুদ্ধ ছিল; ধূলা ও কাদায় তাহার গাত্র পরিপূর্ণ; মাকড়সার জালে আগাগোড়া আবৃত। জানালার নীচে ইটপাটকেল, বালি, সুরকী ইত্যাদি আবর্জ্জনার একটা ঢিবি হইয়া রহিয়াছে; তাহারই নিকটে একটী বহুকালের পুরাতন লৌহ নির্ম্মিত ভাঙ্গা কেদারা পড়িয়া আছে।

এই স্থানে আসিয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্সের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেই কেদারাখানি উঠাইয়া ঢিবির উপর জানালার নীচে রাখিলেন এবং তাহার উপর সন্তর্পণে নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জানালার পাখী খুলিয়া ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া খিল খুলিয়া একেবারে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম

হইল। ঘরটী যেন অন্ধকূপ—বাতাসের লেশমাত্রও নাই। ভিল্লিয়ার্সের দারুণ গ্রীষ্ম বোধ হইতে লাগিল—তিনি নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন; আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল। ঘরের এক কোণে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহাতে আলোর কোনরূপ সুবিধা হইতেছিল না। যাহা হোক—শেষে ক্ষীণ আলোতে ভিল্লিয়ার্স দেখিলেন—একটী পুরাতন ভগ্ন পা[illegible]র উপর একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি শায়িত। সাহসে ভর করিয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স তাহারও নিকট গিয়া দেখিলেন—মনুষ্য মূর্ত্তি অন্য কেহ নহে—স্বয়ং মিঃ স্মিথ্। তিনি অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন; নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন না—মিঃ স্মিথ্ জীবিত কি মৃত! এদিকে তাঁহার শরীরও ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তথাপি সাহসপূর্ব্বক আলো লইয়া মিঃ স্মিথকে দেখিতে গেলেন। আলোর সাহায্যে মিঃ স্মিথের মুখ দেখিয়া তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কি সর্ব্বনাশ! খুন—খুন! মিঃ স্মিথকে গলা টিপিয়া কে খুন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে! মিঃ ভিল্লিয়ার্সের হস্তচ্যুত হইয়া প্রদীপ ভূতলে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় টলিতে টলিতে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মনে প্রাণে দেহে যে যন্ত্রণা হইতেছিল—তাহা অবর্ণনীয়।

কি ভয়ানক ব্যাপার! সেই অন্ধকূপ গৃহে তিনি একজন হত ব্যক্তির মৃতদেহ লইয়া একাকী রহিয়াছেন! ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—

পিপাসায় ছাতি ফাটিতে লাগিল! ভিল্লিয়ার্স্ ভাবিলেন—"তবে কি মেরিয়াস্ মিঃ স্মিথকে হত্যা করিয়া পালিয়েছে?" আবার তৎক্ষণাৎ মনে হইল—"যদি কেউ আমাকে এ অবস্থায় এখানে দেখ্‌তে পায় তা'হ'লে নিশ্চয়ই আমাকে হত্যাকারী মনে কর্ব্বে!"

আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্স্ যে পথ দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:o*•:—

নদীগর্ভে নিমজ্জিতা দুঃখিনী মেরিয়াসের অতঃপর কি হইল তাহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহ উৎসুক হইয়াছেন। সুতরাং এইবার তাহার তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। ভীষণ তরঙ্গসমাকুল নদীস্রোত-মুখে একটী বিপন্না যুবতীকে এইরূপে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া নদী-তীরে বিস্তর লোকের জনতা হইল! যুবতীকে মৃত্যুমুখে পতিতা দেখিয়া কূলে দাঁড়াইয়া সকলেই—"হায় হায়"—"তোল, তোল"—"রক্ষা কর, —রক্ষা কর" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন বটে—কিন্তু কেহই অভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য নদীগর্ভে ঝম্প দিয়া আত্ম-প্রাণ বলি দিতে অগ্রসর হইলেন না। সেই সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষের চক্ষের উপর মেরিয়াস্ জলমগ্না হইল।

হায়! এ সময় এই স্থানে মিঃ ভিলিয়াস্ উপস্থিত থাকিলে—নিশ্চয়ই তিনি মেরিয়াসের উদ্ধারের জন্য কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন! এই পথ দিয়া—বা ওয়াটারলুর সাঁকো পার হইয়া তিনি প্রত্যহ প্রাতে রয়েল ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে মহলা দিবার জন্য যাইয়া থাকেন! কিন্তু—মেরিয়াসের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কথা শুনিয়া অবধি তাঁহার দেহ মন যেন একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে! তিনি শরীরে অসুস্থতা নিবন্ধন আজ সপ্তাহ যাবৎ থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন।

মেরিয়াসের এখনও দিন ফুরায় নাই—সুতরাং তাহার মৃত্যু হইবে কেন? তাহাকে নদীগর্ভে ডুবিতে দেখিয়া—তীরস্থ জন-সঙ্ঘের ভিতর হইতে একজন নীচ জাতীয় ব্যক্তি, যেন জগদীশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া—তাড়াতাড়ি নিজের জামা টুপী খুলিয়া সেই ভীষণ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্য হইল; পরমুহুর্ত্তেই সে ব্যক্তি জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। কূলের সমস্ত লোক তাহাকে দেখিয়া মহোল্লাসে চীৎকার করিল; তাহার সাহসিকতার প্রসংশা করিতে লাগিল।

সে ব্যক্তি নদীস্রোতের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া যেন আত্মরক্ষার কতকটা সুরাহা করিয়া লইল। কৌশলে সাঁতার দিতে দিতে সে নদীর চারিধারে চাহিয়া যেন মেরিয়াসের অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়—তাহার নিকট হইতে দুই হস্ত দূরে কাহার যেন কেশগুচ্ছ দেখা গেল। দর্শকগণ উহা মেরিয়াসের কেশরাশি বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ—ঐ—ধর—ধর!"

সেই ব্যক্তি দ্রুত-হস্ত-পদ-সঞ্চালনে সেই কেশ-গুচ্ছ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল কিন্তু হায়—ধরিয়াও ধরিতে পারিল না! লক্ষ্য বস্তু অদৃশ্য হইল! সেও সঙ্গে সঙ্গে—সন্তরণ করিতে করিতে নদীগর্ভে পুনরায় প্রবেশ করিল।

কতক্ষণ—কতক্ষণ অতিবাহিত হইল তথাপি কাহারও দেখা নাই! দর্শকগণ সকলেই মেরিয়াস্ ও তাহার উদ্ধারকর্ত্তার মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া, হতাশে বিষম দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জয় জগদীশ্বর! ঐ সেই ব্যক্তি অচৈতন্য মেরিয়াসের দেহলতা স্কন্ধে

করিয়া জলের উপারভাগে ভাসিয়া উঠিয়াছে! দর্শকগণ দেখিলেন—অপূর্ব্ব কৌশলে সে সাঁতার দিয়া তীরাভিমুখে আসিতেছে। নদীতীর তাহার নিকট হইতে বহুদুর নহে—তথাপি বহু চেষ্টায়ও সে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! বিষম বিপরীত স্রোত তাহাকে কোন মতেই কূলে আসিতে দিতেছে না! উপরন্তু তাহার স্কন্ধে একটা বোঝা!

হতাশ হইয়া সেই বীরপুরুষ তখন দর্শকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আর পারিব না!" যথার্থই তখন তাহার প্রাণ যায়—কিন্তু তথাপি সে মেরিয়াসকে পরিত্যাগ করে নাই; তখনও সে প্রাণপণে শেষ প্রাণনাশী প্রবল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছে! ক্রমে তাহার হাত পা অবসন্ন হইয়া পড়িল তথাপি সে সাঁতার দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপে বহুক্ষণ সাঁতার দিবার পর প্রায় তীরের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এইবার বীরপুরুষ কৌশলে মেরিয়াসকে ধরিয়া তীরের দিকে জোরে ছুঁড়িয়া দিল এবং নিজে তাহার দিকে সাঁতার দিয়া যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না! হতভাগ্য ভীষণ চীৎকার করিয়া ডুবিয়া গেল!

তীর হইতে অর্দ্ধহস্ত দূরে মেরিয়াসকে পতিতা দেখিয়া একজন যুবক তীরে দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া মেরিয়াসের পোষাক ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইল। ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি একখানি নৌকা সেই বীরপুরুষের উদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইল—কিন্তু হায় সকলই নিষ্ফল হইল! বহু অন্বেষণের পর যখন তাহাকে উদ্ধার করা হইল তখন তাহার দেহ প্রাণশূন্য হইয়াছে!

এ সংসারে দাতার অভাব নাই! অগাধ সম্পত্তিশালী ধনী ব্যক্তি দুই পাঁচ টাকা দান করিয়া—সমুদ্র হইতে দুই চারি গণ্ডূষ জল লইয়া মরুভূমিতে ছড়াইয়া আপনাকে দাতা ও পুণ্যবান্ ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া থাকেন। মনে ভাবেন—স্বর্গরাজ্য তাঁহার করতলগত! কিন্তু এই নীচ জাতীয় দীন দরিদ্র ব্যক্তি পরের প্রাণ-রক্ষার্থে যে অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিল—করুণাময় জগদীশ্বর! এই হীন ব্যক্তির জন্য তুমি কোন্ স্বর্গ নির্দ্দেশ করিয়াছ?

দর্শকবৃন্দের ভিতর হইতে কয়েকজন পুলিশের সাহায্যে তাড়াতাড়ি মেরিয়াসকে নিকটস্থ এক কারখানা বাটীতে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মেরিয়াসের চৈতন্য লাভ হইল এবং এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া অভাগিনী একটু সুস্থ হইল।

মেরিয়াস্ প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই কারখানার অধিকারীর নিকট আপনার অবস্থার বিষয় অকপটে সমস্ত জ্ঞাপন করিল, কিন্তু তাহার নাম ধাম সঠিক কিছুই প্রকাশ করিল না। তাহার প্রথম চিন্তা কেমন করিয়া জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্সের নিকট সমাচার প্রেরণ করিবে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্, ব্ল্যাক্ আইভিসের সেই উদ্যান-বাটীতে মেরিয়াসের সন্ধান লইতে আসিয়াছিলেন—ঠিক তাহার পরদিন প্রভাতে তথায় মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। উদ্যান-বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকজন তথায় আসিয়া মিঃ স্মিথের হত্যার ব্যাপার লইয়া জনতা করিয়া বিষম গোলযোগ করিতে লাগিল। নানা লোকে নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিল—কিন্তু কে যে হত্যা করিল সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির হইল না! ভয়ে ও বিস্ময়ে উদ্যানরক্ষকের মুখ শুখাইয়া গেল; লোকজন সঙ্গে লইয়া সে তখন উদ্যানবাটীর চারিদিক তল্লাস করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোনও ফললাভ হইল না। কেবল স্থানে স্থানে মনুষ্যের যাতায়াতের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল—হত্যাকারী বিস্তর লোকজন সঙ্গে আনিয়াছিল এবং মিঃ স্মিথ্ আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীদিগের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উদ্যানের একপার্শ্বে ঘাসের উপর খুব খানিকটা রক্ত জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—সকলে দেখিতে পাইল এবং তাহারই সন্নিকটে মিঃ স্মিথের পোষা কুকুরটী মৃতাবস্থায় পতিত। কেহ কেহ বলিল—"এ নিশ্চয় ডাকাতদিগের কাজ!" দলবল আরও কিছুদূর অগ্রসর

হইয়া দেখিল একস্থানে একটী স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র উদ্যানরক্ষক তাহা তুলিয়া লইল এবং মহানন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর যায় কোথা! এইবার খুনী ধরবার উপায় হয়েছে;—এই জিনিষের জোরেই তাকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার ক'র্ব্ব!" সকলেরই মুখে উল্লাসের চিহ্ন, যেন হত্যাকারী স্বয়ং আসিয়া ধরা দিয়াছে!

উদ্যানস্থ সকলে যখন এইরূপে আপনাআপনি গোলমাল করিতে-ছিল, সেই সময় জনতা ভেদ করিয়া একটী বৃদ্ধা আসিয়া উদ্যানরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এ গায়ের কাপড় কোথা পেলে বাছা?" উদ্যানরক্ষক আদ্যোপান্ত তাহার নিকট বিবৃত করিল; শুনিয়া বৃদ্ধা বলিল "এখন নিশ্চয় সেই মেয়েটারই কাজ! মিঃ স্মিথ্ যখন তাকে এ বাগানে নিয়ে আসে—আমি স্বচক্ষে দেখিছি এ গায়ের কাপড় তারই গায়ে ছিল! শুধু কি তাই? দাঙ্গা হাঙ্গামের পর সে মেয়েটা যখন এখানে থেকে পালায় তখনও আমি দেখিছি। তার গায়ে এ কাপড়টা তখন ছিল না; সে খালিগায়ে পালাচ্ছে! আমি নিজের চক্ষে সমস্ত ব্যাপার দাঁড়িয়ে দেখিছি! তবে বড় লোকের কাণ্ড—আমি গরীব লোক,—আমি তাতে কেন কথা কহিতে যাব! মনে কল্লুম বুঝি সকলে মদ খেয়ে মাতলামি ক'চ্ছে আরে ছাই—আমি কি জানি ছুঁড়ী পালাচ্ছে? তা'হ'লে তখনি তার পেছনে লোক লাগিয়ে দিতুম;—নিদেন আমার বড় কুকুর বিলিকে লেলিয়ে দিতুম!" বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। উদ্যান-রক্ষক দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ লণ্ডনের পুলিশে পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দিল। পত্রে

বিশেষ করিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে অনুরোধ করিল—যেন ঘটনাস্থলে একজন সুদক্ষ গোয়েন্দাকে প্রেরণ করা হয়। লোক পাঠাইয়া উদ্যান-রক্ষক নিজ প্রভুর মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া পুলিশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে লণ্ডনের পুলিশ হইতে মিঃ জিল্‌বার্ট্‌ হক্‌ নামক সুপ্রসিদ্ধ গোয়েন্দা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হত্যাসম্বন্ধীয় যথাসম্ভব তদারক করিয়া উপস্থিত লোক জনের এজাহার লইয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

গোয়েন্দা মহাশয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন,—মিঃ স্মিথ্‌ মেরিয়াসকে নাট্যশালা হইতে কৌশলে হরণ করিয়া ব্ল্যাক আইভিসের উদ্যান বাটীতে আনিয়াছেন; কিন্তু এখান হইতে সে গেল কোথায়? এবং মিঃ স্মিথকে হত্যাই বা কে করিল। গুরুতর সমস্যার বিষয় বটে! গম্ভীর হইয়া মিঃ হক্‌ ভাবিতে লাগিলেন—"মেরিয়াস্‌ ঠিক উপন্যাসের একটী নায়িকা! একটা না একটা বিভ্রাট তাহার লাগিয়াই আছে! আরও দেখি—যত ফ্যাঁসাদ তার পরের সঙ্গে। কিন্তু আমার তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে এ হত্যাকণ্ডের সঙ্গে মেরিয়াসের কোনরূপ সংস্রব আছে। যদি আমি তাহাকে পূর্ব্ব হইতে না চিনিতাম তাহা হইলে হয়ত এই অবস্থায় তাহাকেই হত্যাকারিণী বলিয়া আমার সন্দেহ হইত। কিন্তু আমি তাহার চরিত্র বিশেষ রকমই জানি।" মিঃ স্মিথের মৃতদেহ দেখিয়া সুচতুর গোয়েন্দা মহাশয় স্থির করিলেন—শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার কারণ মিঃ স্মিথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঘরে হত্যা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে—ভিতর হইতে তাহার দ্বার অর্গল-বদ্ধ।

বরবর্ণিনী।

হত্যাকারী নিশ্চয়ই জানালার ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে যাতায়াত করিয়াছে। অনুসন্ধানে আরও জানা গেল—মিঃ স্মিথের পকেট হইতে টাকাকড়ি অঙ্গ হইতে সোণার চেইন্ ঘড়ী, হীরার আংটী প্রভৃতি সমস্তই অপহৃত হইয়াছে।

মিঃ ভিলিয়ার্স—কতকাল, কতকাল বিচ্ছেদের পর প্রণয়িনীকে হৃদয়ে ধরিতে পারিয়া যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

[বরবর্ণিনী ৯৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:*+*+*:—

নদীগর্ভে ভীষণ মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার হইবার বহুদিন পরে,—মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্সের সহিত মেরিয়াসের মিলন হইল! পাঠক! ঐ দেখুন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে একটী পালঙ্কের উপর মেরিয়াস্ এবং ভিল্লিয়ার্স্—পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন! কক্ষস্থিত উজ্জ্বল আলোকে মেরিয়াসের আনন্দোৎফুল্ল সুন্দর রক্তিমাভ মুখখানি যেন একটী পূর্ণবিকসিত রক্ত-কমলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল! মিঃ ভিল্লিয়ার্স্—কতকাল, কতকাল বিচ্ছেদের পর প্রণয়িনীকে হৃদয়ে ধরিতে পারিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন! বাহুপাশে মেরিয়াসকে বেষ্টন করিয়া তিনি মধুর প্রেমপূর্ণ বচনে বলিলেন,—"মেরিয়াস্! হৃদয়েশ্বরি! তোমাকে যে আবার কখনো বক্ষে ধারণ ক'র্ত্তে পার্ব্ব,—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! তোমার জীবনের আশা আমি জন্মের মতনই পরিত্যাগ ক'রেছিলুম! অভাগার প্রতি জগদীশ্বরের অসীম দয়া! তাই তিনি আবার তোমাকে মিলিয়ে দিলেন!" এই বলিয়া যুবক যুবতীর মুখচুম্বন করিলেন! মেরিয়াস্ আবেশে অবশ দেহে মৃণালবাহুযুগলে মিঃ ভিল্লিয়ার্সের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি তোমারি মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে আনন্দে সমস্ত দুঃখ জ্বালা অবাধে সহ্য ক'রেছি! কেবলমাত্র তোমারি সঙ্গে মিলনের আশায়—আমি প্রাণধারণ ক'রেছিলাম! জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা ক'র্ত্তেম যে—যদি তোমার সঙ্গে মিলন

হওয়া আমার দুরদৃষ্টে না লেখা থাকে,—তা'হলে এ তুচ্ছ প্রাণ যেন শীঘ্রই যায়! এখন মনে হয়—আমার চেয়ে ভাগ্যবতী সুখী স্ত্রীলোক বুঝি এ জগতে নাই! এখন কেবল একটা ভয়—মিঃ স্মিথের সেই হত্যারহস্যের ব্যাপার নিয়ে! সকলেরই ধারণা—মিঃ স্মিথকে আমিই হত্যা ক'রেছি!"

"সে যা হবার পরে হবে! কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাক্ কি হয়—সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে! সে সব কথা এখন থাক্! শোন বলি—কাল মিঃ ডি, ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল; আমি তাঁকে তোমার সম্বন্ধে অদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই ব'ল্লেম। শুনেই তো মিঃ ক্লিফোর্ডের আর আনন্দ ধরে না। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ব'ল্লেন—"আপনি যেমন ক'রে পারেন মেরিয়াসকে আমাদের থিয়েটারে এনে দিন! নইলে আমাকে অতি শীঘ্রই এ ব্যবসা তুলে দিতে হবে! বল্'ব কি মশাই—যে দিন থেকে মেরিয়াস্ ছেড়ে গেছে—সে দিন থেকে একটা প্রাণীও আর গ্র্যাণ্ড্ সেলুনের টিকিট কেনে না,—একজন বড় লোকও থিয়েটার দেখ্তে আসে না! বুঝ্তেই তো পাচ্ছেন—আজ কাল তো আর থিয়েটারে অভিনয় দেখ্তে কেউ আসে না;—আসে কেবল—নামজাদা মেয়েমানুষ দেখ্তে। তা যাই হোক্,—আপনার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল,—তখন খুব ভালই হ'ল। তা হ'লে আপনি হুকুম দিন—আগামী বুধবার থেকেই "মেরিয়াস্ সাজ্বে" ব'লে প্রচার করি?"

"তুমি কি সম্মত হ'লে নাকি?"

"পাগল! তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে—তোমাকে না ব'লে ক'য়ে—না জানিয়ে—আমি মত দেবো? কিন্তু কাল রাত্রে যখন আমি

আমার থিয়েটার থেকে বাড়ী আস্‌ছিলুম, তখন পথে দেওয়ালের গায়ে খুব বড় বড় রঙ্গিল অক্ষরে বিজ্ঞাপন লেখা রয়েছে দেখ্‌লুম—

রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুন।

সুসংবাদ! সাধারণের জন্য বড় সুসংবাদ!

বহুকাল পরে—ভীষণ ব্যাধিমুক্তির পর,

মিস্ মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোনের নূতন সাজে,

নূতন ধাঁজে, নূতন চরিত্রে,

পুনরাবির্ভাব!!

নূতন গান—নূতন নাচ—নূতন হাবভাব!

মেরিয়াস্ হাসিয়া বলিল,—"তা হ'লে তো দেখ্‌ছি সাজ্‌তেই হবে, কি বল!"

"তুমি যেমন বুঝ্‌বে তেম্‌নিই ক'র্‌বে! আমি আর কি ব'ল্‌ব বল। তবে যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর, তা হ'লে স্পষ্ট বলি শোন্,—আমার ইচ্ছে নয় যে তুমি আর অভিনয় কর! কেন? তা কি আর তোমায় ব'ল্‌তে হবে? মেরিয়াস্! মেরিয়াস্! আমাকে সত্য বল, আর সন্দেহ রেখো না,—একটা স্পষ্ট কথা বল—তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী হবে কি না!" শেষোক্ত কথাগুলি মিঃ ভিলিয়ার্স্ যথেষ্ট আগ্রহের সহিতই বলিয়াছিলেন!

"আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য জর্জ্জ্! এখনও তুমি ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ? তুমি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর আমার কি গতি আছে? এত

দুঃখে কষ্টে বিপদে—এত যত্ন ক'রে এ জীবন রেখেছি—সে তবে কার জন্যে! সে কি তোমার জন্যই নয়? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে কর?"

"তা'হলে মিঃ ক্লিফোর্ড্ সম্বন্ধে কি ক'র্ব্বে বল?"

"আমি তিন মাসের জন্য তাঁর থিয়েটারে অভিনয় ক'র্ব্ব—তার পর কিছু অর্থের সংস্থান হ'লে জন্মের মতন এ কাজ ত্যাগ ক'র্ব্ব!"

"তা হ'লে এই বুধবার থেকেই অভিনয় কর্ব্বে?"

"হাঁ্যা। আর মিছে বিলম্ব ক'রে কি হ'বে!"

* * * *

বুধবারে গ্র্যাণ্ড সেলুনে মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোনের নামে এরূপ ভীষণ জনতা হইয়াছিল যে, পুলিস আনাইয়া তবে শান্তিরক্ষা করিতে হইল! রঙ্গালয়ে যথার্থই তিল ধারণের স্থান ছিল না। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি স্থানাভাবে হতাশে ফিরিয়া গেলেন!

দর্শকবৃন্দ মেরিয়াসকে শুধু একটীবার মাত্র দেখিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল! মেরিয়াস্ অবতীর্ণ হইবামাত্রই ঘন ঘন করতালি,—শীস্,—নানারঙ্গের প্রসংশাসূচক কথা—মেজেতে ছড়ির আঘাতের শব্দে, রঙ্গালয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল! সে ভয়ঙ্কর গোলমাল থামাইতে অন্ততঃ পনেরো মিনিট সময় অতিবাহিত হইল! মরি মরি! কি মনোমোহন সাজেই মেরিয়াস্ আজ অবতীর্ণ হইল! কি বীণাবিনিন্দিত মোহন সুরে মেরিয়াস্ গান গাহিল! কি প্রাণোন্মাদকারিণী মনোহারিণী অঙ্গভঙ্গিমার সহিত মেরিয়াস্ নৃত্য করিল; দর্শকবৃন্দ যেন সকলে যথার্থই উন্মাদ হইয়া উঠিল!

মেরিয়াসের জন্যই একখানি সুন্দর গীতিনাট্য প্রণয়ন করা হইয়াছিল, অদ্য তাহাই অভিনীত হইল! বলা বাহুল্য—মেরিয়াসই তাহার নায়িকা!

অভিনয় শেষ হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই দুইজন গোয়েন্দা একেবারে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া এবং কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই মেরিয়াসকে গ্রেপ্তার করিল।

পুলিস দেখিয়া সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইল। মেরিয়াস্ জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি? আমাকে ধ'রলেন কেন?"

একজন গোয়েন্দা বলিল,—"তোমার নাম মিস্ মেরিয়াস্ লিভিংষ্টোন?"

"হ্যাঁ।"

"মিঃ স্মিথের হত্যাপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইয়াছ!"

মেরিয়াস্ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"না—না—আমি তাঁকে খুন করিনি! দোহাই ঈশ্বর,—আমি তাঁর হত্যার বিষয় কিছুই জানি না! আমি নির্দ্দোষ—"

"আমাদেরও তাই বিশ্বাস হয় বটে! কিন্তু কি ক'র্ব্ব বল? বিচারে প্রমাণ হওয়া চাই যে তুমি হত্যা করনি! এখানে আমাদের সাম্নে ব'লে ফল কি? এখন চল—আমাদের সঙ্গে যেতে হবে!" এই সময় মিঃ ক্লিফোর্ড্ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে একজন গোয়েন্দা তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন।

মিঃ ক্লিফোর্ড্ বলিলেন, "তা—যাই হোক্! থিয়েটার শেষ হ'লে ওঁকে নিয়ে যাবেন,—আর আধঘণ্টা নিদেন অপেক্ষা করুন!"

বরবর্ণিনী।

সকলেই মহাগ্রহে একবাক্যে সেই বিষয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুলিশকর্ম্মচারিগণ বলিলেন,—"আমাদের প্রতি হুকুম এই যে—'একে দেখিবামাত্রই গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে পুলিশে হাজির ক'র্ব্বে' !" শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া মিঃ ক্লিফোর্ড্ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জাহান্নমে যাক্ ! দাও যবনিকা ফেলে !"

সেই রাত্রে অভাগিনী মেরিয়াস্ হাজতে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:++:—

ক্রমে মেরিয়াসের বিচারের দিন উপস্থিত হইল। সে দিন আদালতগৃহ রঙ্গালয়ের ন্যায় বিষম জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৈকালীন জলযোগের পর বিচারপতি খোস্ মেজাজে বিচারাসনে বসিলেন। কম্পিতদেহে অভাগিনী মেরিয়াস্ অপরাধীদিগের স্থানে দণ্ডায়মান হইল। তাহার সেই সুন্দর মুখখানি কালিমাময়,—আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল কোটর-প্রবিষ্ট, অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী অনুচ্চে দুঃখদয়া প্রকাশপূর্ব্বক হৃদয়ের সহানুভূতি জ্ঞাপিত করিতে লাগিল।

বিচার আরম্ভ হইল। মেরিয়াস্ কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বিচারপতির সম্মুখে আদ্যোপান্ত সকল কাহিনী অকপটে প্রকাশ করিল। সেই রাত্রে রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুনের জালপত্র, ব্ল্যাক্ আইভিসে'গমন, তথায় একটী অন্ধকারময় নির্জ্জন কক্ষে অবরোধ, দস্যুকর্ত্তৃক উদ্ধার, পুনরায় দস্যু-কবলে পতন,—নদীগর্ভে নিমজ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি একটী কথাও মেরিয়াস্ বিচাপতির সম্মুখে নিবেদন করিতে ভুলিল না।

মেরিয়াসের করুণকাহিনী শুনিয়া বাস্তবিক বিচারপতির প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল'। কিন্তু যখন উদ্যানরক্ষক মেরিয়াসের সেই গাত্রা-

বরণটী তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল,—তখন তাঁহার সন্দেহ যেন লক্ষগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কাউন্সেলগণ মেরিয়াসের রক্ষার্থে অনেক চেষ্টা করিলেও গাত্রাবরণখানি দেখিয়া অবধি বিচারপতি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—যে মেরিয়াস্ নির্দ্দোষী!

বিচারপতি জুরিগণ সমভিব্যাহারে পরামর্শের জন্য গৃহে গমন করিলেন।

বিচারফল শুনিবার জন্য সকলে যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল—তথাপি জুরিগণ ফিরিলেন না।

মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্সের সে সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা যথার্থই অসম্ভব! তাঁহার মনে কেবল অমঙ্গলেরই উদয় হইতেছিল!

আর মেরিয়াস্! সে অভাগিনীর কি মনে হইতেছিল? প্রতিপদেই মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাহার নয়নপথে উদিত হইতেছিল। জীবনের সমস্ত আশাভরসা পরিত্যাগ করিয়া করুণাময় জগদীশ্বরে সে এক্ষণে আত্মনির্ভর করিল! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে জুরিগণসহ বিচারপতি আসিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন—"মিঃ স্মিথের হত্যাপরাধে মেরিয়াসের ফাঁসিতে মৃত্যু হইবে!" দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্রই একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া হতভাগিনী সেই কাঠ-গড়াতেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। জেলরক্ষকগণ তাড়াতাড়ি সেই অচৈতন্য দেহ লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল! এই মর্ম্মভেদী হৃদয়বিদারক দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর নয়নে প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

জীবনসঙ্গিনীর ফাঁসির হুকুম শুনিয়া মিঃ ভিল্লিয়ার্সের বক্ষে যেন হঠাৎ একটা শেলাঘাত অনুভূত হইল। হতভাগ্য যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্য হইয়া তথায় পড়িয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিঃ স্মিথের গুপ্তহত্যাকাহিনী বিদ্যুদ্বেগে সমগ্র দেশময় প্রচারিত হইল। সংবাদপত্রে ধারাবাহিকরূপে কতদিন ধরিয়া কতপ্রকার অলঙ্কারশুদ্ধ সে কাহিনী প্রকাশিত হইতে লাগিল!

এখন কথাটা এই,—যথার্থ হত্যাকারী কে?

গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ মিঃ জিল্‌বার্ট্‌ হক্‌ ইহার প্রকৃত তথ্য অন্বেষণে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কার্য্যভার লইবার পর যদ্যপি হত্যার কিনারা না হয় এবং মেরিয়াসের ন্যায় একটী নিরপরাধিনী যুবতী যদি বিনা দোষে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে—তাহা হইলে সে পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট একমাত্র দায়ী মিঃ জিল্‌বার্ট্‌।

অনেক অনুসন্ধানের পর জিল্‌বার্ট্‌ বুঝিয়াছিলেন যে এই হত্যার সহিত দস্যুতা জড়িত আছে! একটা প্রমাণ পাইয়া তিনি অনেকটা আশা পাইলেন। সেই উদ্যানের ফটকের নিকট হইতে তিনি একটা খুব বোঝাশুদ্ধ গাড়ীর চাকার দাগ ধরিয়া বরাবর এক দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং এইরূপে বহুপথ অতিক্রম করিয়া তিনি শেষে একটী হোটেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে হোটেলওয়ালা দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। মিঃ জিল্‌বার্ট্‌ তন্মধ্যে

প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কতকগুলি বিকটমূর্ত্তি পুরুষ বসিয়া চা পান করিতেছে! জিল্‌বার্ট্ তাহাদের বলিলেন, "আমাকে বোধ হয় তোমরা চিন্‌তে পেরেছ—কি বল? তা সে কথা যাক্,—এখন বল দিকি সে দিন তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাত্মারা মিলে ডাকাতি ক'রে—লুটপাট ক'রে মিঃ স্মিথকে খুন করেছ?"

হঠাৎ মিঃ জিল্‌বার্টকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া দলস্থ সকলেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। কেহ কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

মিঃ জিল্‌বার্ট্ পুনরায় বলিলেন, "অত ন্যাকা সেজে থাক্‌লে চল্‌ছে না! সত্য কথা ব'ল্‌তে হ'চ্ছে—বুঝ্‌লে? নয়তো আমি দলশুদ্ধ সকলকেই বেঁধে চালান দোবো! কে কে এ কাজ ক'রেছ—সত্যি বল!"

তখন দলপতি সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হুজুর—আমরা কেহই এ কাজ করিনি! র‍্যাল্‌ফের দল সে দিন বাগানবাড়ীতে লুট-পাট ক'র্ত্তে গিয়েছিল জানি,—তবে খুন ক'রেছে কে,—তা ব'ল্‌তে পারি না।"

মিঃ জিল্‌বার্ট্ তৎক্ষণাৎ র‍্যাল্‌ফের নাম লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় তাদের ধ'র্ত্তে পার্ব্ব?"

"লণ্ডনের পাই ষ্ট্রীটে—সেই পুরোণো বাড়ীতে!"

"সত্য কথা বল্‌ছো না মিছে ধাপ্পা দিয়ে আমাকে একটু ভোগাবার মতলবে আছ? তা যদি হয় তা হ'লে বেশ জেনো—আমার হাতে এক দিন না এক দিন তোমাদের প'ড়তে হবে,—তখন সুদশুদ্ধ আদায় করে নোবো!"

"আজ্ঞে সে কি হুজুর! আমরা কি এমন আহাম্মক—যে কেউটে সাপ নিয়ে খেলা ক'র্ব্ব? ডাকাতি ক'রে র‍্যাল্‌ফ্‌ বরাবর পাই ষ্ট্রীটের দিকে গেছে জানি; তবে সে ব'ল্‌ছিল—কাল আমেরিকা যাত্রা ক'র্ব্বে!"

মিঃ জিল্‌বার্ট্‌ ভাবিলেন,—"যা ভেবে এখানে এসেছিলুম দেখ্‌ছি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হ'ল! মনে খুব আশা হ'চ্ছে যে ডাকাইত-টাকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার ক'র্ত্তে পার্ব্ব!"

আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া জিল্‌বার্ট্‌ তৎক্ষণাৎ পাইষ্ট্রীটের সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন দস্যু-সর্দ্দার র‍্যাল্‌ফ্‌ গৃহমধ্যে একাকী নিদ্রিত রহিয়াছে। জিল্‌বার্ট্‌ সেই অবসরে তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে তাহার শয্যার নিকট অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করিতেই সে দুর্দ্দান্ত দস্যু ভীষণ চীৎকার করিয়া জাগরিত হইয়া উঠিল। জিল্‌বার্ট্‌ বুঝিলেন—"সহজে নরাধমকে বন্দী করিতে পারিব না!" এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দস্যুকে বলিলেন—"র‍্যাল্‌ফ্‌! এখনও ব'ল্‌ছি—হয় আমার বশ্যতা স্বীকার কর, নয় এই পিস্তলের গুলিতে প্রাণ বিস-র্জ্জন কর!" র‍্যাল্‌ফ্‌ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়াই—একেবারে চক্ষের পলকের মধ্যে ব্যাঘ্রের মতন লাফাইয়া জিল্‌বার্টের উপর পতিত হইল—এবং সেই সঙ্গে পিস্তল জিল্‌বার্টের হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটা বিকট আওয়াজ হইল।

তখন দস্যু র‍্যাল্‌ফের সহিত জিলবার্টের ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই তুল্য বলশালী—সুতরাং সহজে কেহই কাহাকে পরাজয়

করিতে পারিল না! মারামারি, ধস্তাধস্তি করিতে করিতে দুজনেই মাটিতে পড়িয়া ওলোটপালোট খাইতে লাগিল! উভয়েরই দেহ রক্তাক্ত হইয়া পড়িল—মাথা ফাটিয়া গেল—মুখচোখ কপাল ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আবার দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অজগরের ন্যায় নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

এই সময়ে কে একজন পশ্চাৎ হইতে জিল্‌বার্টের মস্তকে একটী গুরুতর আঘাত করিল এবং সেই সঙ্গে জিল্‌বার্ট্ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যু মহানন্দে সেই আঘাতকারীকে বলিল—"বাঃ—বেশ করেছ জেরি! বেশ লাগিয়েছ! ঠিক সময়ে ডাণ্ডা চালিয়েছ! আর একটু দেরী হ'লেই এখুনিই আমার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিত আর কি! তা'হলে আর রক্ষা ছিল না!" আর বাক্যব্যয় না করিয়া র‍্যাল্‌ফ্ তাড়াতাড়ি একটী কৃষকের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া—"ভেন্‌চার" নামক জাহাজে উঠিতে চলিল।

তখনও জাহাজ ছাড়ে নাই। সমস্ত দিনটা র‍্যাল্‌ফ্ অগত্যা নীচের তলায় অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যা হইলে,—আপাদমস্তক আবৃত করিয়া র‍্যাল্‌ফ্ উপরতলায় আসিয়া নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল—"জাহাজ ছাড়িবে কখন?"

নাবিক বলিল "ভোর বেলা!"

শুনিয়া র‍্যাল্‌ফ্ আপন মনে বলিতে লাগিল "আর বোধ হয় কোন ভয়ের কারণ নেই। জাহাজে তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত দিনটা খুঁজে দেখেছি—একজনকেও তো কই গোয়েন্দার মতন দেখলুম না!

আর কি! এই রাতটা কোন রকমে কাটাতে পাল্লেই আমি খালাস, জাহাজ ছাড়্‌লে—আর আমায় কে ধরে?”

“আমি!” ঠিক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি এই কথা বলিয়া উঠিল! “তোমায় ধ’র্ব্ব আমি। আমার প্রাণ থাক্‌তে কি তোমার নিস্তার আছে?”

কথা শুনিয়া র‍্যাল্‌ফ্‌ মুখ ফিরাইল! সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে জাহাজের ছাদে জিল্‌বার্টের মূর্ত্তি দেখিয়া র‍্যাল্‌ফের আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল! র‍্যাল্‌ফ্‌ দেখিল জিল্‌বার্টের হস্তে পিস্তল, এবং তাহার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে!

জিল্‌বার্ট্‌ বলিলেন—“এবার যদি আর আত্মরক্ষার কোনও রকম চেষ্টা কর, তা’হ’লে এই দণ্ডেই তোমাকে হত্যা কর্ব্ব!” দস্যু তখন বিনীত হইয়া বলিল—“আমি ধরা দিচ্ছি—আমায় মার্‌বেন না! এই নিন্‌—আমার হাত বাঁধুন!”

মিঃ জিল্‌বার্ট্‌ তখন পিস্তল নামাইয়া তাহার হস্তধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে সেই নরাধম অকস্মাৎ নিজের বুক পকেট হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া মিঃ জিল্‌বার্টকে আঘাত করিল। জিল্‌বার্টও তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুঁড়িলেন। ভীষণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া দস্যু পড়িয়া গেল!

দস্যু যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার জীবনের আর কোন আশা নাই—তখন অকপটে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল; বলিল—“সে হতভাগিনীর যদি কোনও উপকার হয়,—তা’হলে আমি নরকে গিয়েও শান্তি লাভ ক’র্ব্ব!”

বালক দেখিল ডিলবার্টের হাতে পিস্তল, এবং তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে।

[পরবর্ত্তী ১১০ পৃষ্ঠা ।

সকলের সমক্ষে দস্যু বলিতে লাগিল—যে রাত্রে মে/রিয়াস্‌কে মিঃ স্মিথ্ হরণ করিয়া লইয়া যায়,—সেই রাত্রে সে সদলে ব্ল্যাক্ আইভিসে দস্যুতা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মিঃ স্মিথের সঙ্গে উদ্যানে তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে—ধৃত হইবার আশঙ্কায়,—তাহারা সকলে যুক্তি করিয়া মিঃ স্মিথকে তথায় হত্যা করিয়া রাখিয়া আসে। বলিতে বলিতে দস্যুর কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল,—এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বরবর্ণিনী মিস্ মেরিয়াসের জীবনকাহিনী—যথার্থই জটিল রহস্যপূর্ণ। মিঃ জিল্‌বার্টের যত্নে আজ তাহার প্রাণরক্ষা হইল শুনিয়া সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মিঃ জিল্‌বার্টের যশোগান গাহিতে লাগিল। সকলেই এক বাক্যে জুরি ও বিচারপতির যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ—এমন সমস্ত লোকের হাতেও বিচারের ভার দিতে আছে? ছি—"

আর মিঃ জর্জ্জ্ ভিলিয়ার্স্? তাঁহার প্রাণে আজ যথার্থই আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। মেরিয়াস্ মুক্তিলাভ করিয়াছে,—এ কথা যেন তাঁহার অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল! বিচারপতিকর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার পর—কে কবে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণের আশা করিয়া থাকে! মেরিয়াসের ফাঁসি হইবে—শুনিয়া অবধিই তাঁহার দেহ যেন জন্মের মতন ভগ্ন ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে মেরিয়াসকে নিরাপদ দেখিয়া তাঁহার শরীরে যেন পুনরায় নবযৌবন ফিরিয়া আসিল! কারণ—শুধু তাঁহার চক্ষে নয়—জগতের চক্ষে মেরিয়াস্ আজ নিরপরাধিনী! পাঠক! অধ্যক্ষ এবং স্বত্বাধিকারী মিঃ বাউয়ার্স্‌কে মনে আছে কি? যাঁহার সম্প্রদায়ে মেরিয়াসকে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন—সেই মিঃ বাউয়ার্স্ আজকাল মেরিয়াসের চারিধারে নাম-

ডাক এবং অভিনয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া এবং মিঃ ক্লিফোর্ডের "রয়েল-গ্র্যাণ্ড সেলুনে" স্বচক্ষে তাঁহার অভিনয়চাতুর্য্য দেখিয়া—তাঁহাকে স্বসম্প্রদায়ভুক্তা করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন,—"কোন রকমে যদি আবার মেরিয়াসকে দলে নিতে পারি, তা'-হ'লে আমার অদৃষ্টে যথার্থই সোণা ফলিতে থাকিবে!" এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া মেরিয়াসের নিকট এই বিষয় প্রস্তাব করিলেন।

মেরিয়াসের ন্যায় কৃতজ্ঞ রমণী সংসারে অতীব বিরল। মিঃ বাউয়ার্সের অধীনে তাহার প্রথম কার্য্যশিক্ষা,—মিঃ বাউয়ার্সই তাহার গুরু! তিনি যখন স্বয়ং আসিয়াছেন, তখন অন্যত্র সহস্র প্রলোভন থাকিলেও মেরিয়াস্ ভাবিল, মিঃ বাউয়ার্সের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিতে সে চিরদিনই বাধ্য! তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই মেরিয়াস্ চাকুরী গ্রহণ করিল। মিঃ বাউয়ার্স্—"রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুনে" মেরিয়াস্ যে বেতন পাইত—তাহার দ্বিগুণ দিতে সম্মত হইয়া তাহাকে নিযুক্ত করিলেন।

পাঠক! বোধ হয় বলিতে হইবে না,—মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্ মিস্ মেরিয়াসের পাণিগ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের বহুদিনের সাধ পূর্ণ করিলেন।

বিবাহের পরও মেরিয়াস্ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কারণ, ইহা ভিন্ন সে দম্পতীর অর্থাগমের আর অন্য কোনও উপায় ছিল না, এবং যথেষ্ট অর্থ না হইলে—স্বামীস্ত্রীর সুখসচ্ছন্দেই বা চলিবে কিসে? বিবাহের ছয় মাস পরে মেরিয়াস্ বুঝিল—তাহাকে অতি শীঘ্র সন্তান লালন পালন করিতে হইবে,—সুতরাং আর অভিনয়

করা তাহার পক্ষে যথার্থই অসম্ভব! যথেষ্ট অর্থ এক্ষণে সুখী দম্পতীর আয়ত্তাধীন। তাহার অর্দ্ধেক লইয়া মেরিয়াসের পরামর্শে মিঃ জর্জ্জ্ ভিল্লিয়ার্স্ লণ্ডন সহরে বৃহৎ একখানি দোকান খুলিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু অভিনয়কার্য্য জন্মের মতন পরিত্যাগ করিলেও লণ্ডনবাসিগণ বরবর্ণিনী মেরিয়াসের ঘটনা-পূর্ণ জীবনকাহিনী কেহই বিস্মৃত হইল না!